NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ এ কেমন মানবতা? লিখেছেন সাহাদত আলম

অগ্নিমিত্রার নামে কুরুচিকর মন্তব্য, অবরোধ বিজেপির ৫

কলকাতা ৬ ডিসেম্বর ২০২৪ ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৭৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 6.12.2024, Vol.18, Issue No. 175 8 Pages, Price 3.00

ইউনূসের বাংলাতে তালিবানি ফতোয়া

বাজারে মহিলা প্রবেশ নিষিদ্ধ!

ঢাকা, ৫ ডিসেম্বর: 'হিন্দু নিপীড়ন', 'ভারত বিদ্বেষে'র বাংলাদেশে এবার তালিবানি শাসনের অভিযোগ। গোপালগঞ্জে মহিলাদের বাজারে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা তথা ফতোয়া জারি করেছে মৌলবাদীরা। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিও পোস্ট করে এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেছেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল।

অগ্নিমিত্রার পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ইসলামি ধর্মীয় পোশাক পরা একদল ব্যক্তি বাজার ঘুরে ঘুরে ঘোষণা করছেন, বাজারে মহিলারা ঢুকতে পারবেন না। মহিলার এলে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। এছাড়াও নমাজের সময় কেনা-বেচা বন্ধ রাখারও নিদান দেন ওই ব্যক্তিরা। এই পোস্টের ক্যাপশানে অগ্নিমিত্রা লেখেন, 'বাংলাদেশে মহিলাদের বিরুদ্ধে জঘন্য ফতোয়া ঘোষণা হয়েছে। আফগানিস্তানের অত্যাচারী শাসনের মতোই।

সবথেকে চমকে দেওয়া বিষয় হল, এটা ঘটেছে খোদ গোপালগঞ্জে। এই গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাড়ি।'

অগ্নিমিত্রা আরও লেখেন, 'গোপালগঞ্জের গোহরডাঙায় কট্টরপন্থী মুসলিমরা মহিলাদের বাজারে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। বৃহস্পতিবার থেকেই কার্যকর হচ্ছে ফতোয়া। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক যে জেলা, সেখানে এই ধরনের পশ্চাদপসরণমূলক বিধিনিষেধ আরোপ করা লজ্জাজনক এবং উদ্বেগজনক।'

এদিকে অশান্ত পরিস্থিতিতে দেশে পাকিস্তানিদের স্বাগত জানাচ্ছে মহম্মদ ইউনুসের সরকার! বিশ্বের যেকোনও প্রান্তে থাকা পাকিস্তানের নাগরিকরা যেন সহজে বাংলাদেশের ভিসা পান। এমনই নির্দেশ জারি করেছে ঢাকা। এমনকি পাকিস্তানি বংশোদ্ভূতদেরও যাতে ভিসা পেতে কোনও অসুবিধা না হয় সেই বিষয়টিকেও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এতে সিঁদুরে মেঘ দেখছে ভারত। আশঙ্কা, এবার পাক জঙ্গিদের আখড়া হয়ে উঠবে ঢাকা।

ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামলেন ইউনূস

ঢাকা: উত্তপ্ত বাংলাদেশ। পদ্মাপারের দেশে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে একাধিকবার বার্তা দিয়েছে ভারত। অবশেষে ঘরে-বাইরে চাপের কাছে নতিস্বীকার করল ইউনূস প্রশাসন। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের সকল ধর্মের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস। বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের মুখ দিয়ে বাংলাদেশে ঐক্যের ছবি তুলে ধরার মরিয়া চেষ্টাও করল অন্তর্বর্তী সরকার। সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বাংলাদেশ। তাঁর মুক্তির দাবিতে পথে নেমেছেন বাংলাদেশের হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুরা। বাংলাদেশে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের উপর হামলা নিয়েও সরব হয়েছে বিভিন্ন মহল। এই পরিস্থিতিতে এদিন জাতীয় ঐক্য নিয়ে মতবিনিময় করতে ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন মহম্মদ ইউনূস। এদিন বিকালে রাজধানী ঢাকার বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে এই বৈঠক হয়।

প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন ফডনবিশ

মুম্বই, ৫ ডিসেম্বর: তৃতীয় বারের জন্য মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র ফডনবিশ। বৃহস্পতিবার বিকেলে মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানে রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণনের কাছে শপথবাক্য পাঠ করলেন তিনি।

ফডনবিশের সঙ্গেই শিবসেনা (শিন্ডে)-র প্রধান একনাথ শিন্ডে এবং এনসিপি (অজিত)-এর সভাপতি অজিত পাওয়ার উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন বৃহস্পতিবার।

শিন্ডের উপমুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ নিয়ে গত কয়েক দিন ধরে টানাপড়েন চললেও শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতির দুপুরে শিন্ডেসেনা জানায়, দেবেন্দ্র আমন্ত্রণ স্বীকার করে মন্ত্রিসভায় যোগ দেবেন তাঁদের নেতা।

মুম্বইয়ের শপথ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলুগু দেশম পার্টি প্রধান চন্দ্রবাবু নায়ডু, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এ)-র প্রধান রামদাস অঠওয়ালে হাজির ছিলেন। ছিলেন বলিউড তারকা শাহরুখ খান, মাধুরী দীক্ষিত, শিল্পপতি কুমারমঙ্গলম বিড়লা। সেই সঙ্গে প্রায় ৪২ হাজার মানুষ। তবে আজাদ ময়দানের শপথে দেখা যায়নি বিরোধী জোট 'মহাবিকাশ অঘাড়ি'র কোনও নেতাকে।

বৃহস্পতিবার শুধু ফডনবিশ-শিন্ডে-অজিত শপথ নিয়েছেন। 'মহাজুটি'র তরফে জানানো হয়েছে, মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ চলতি মাসেই হতে পারে। শিন্ডেসেনার একটি সূত্র জানাচ্ছে, উপমুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণে রাজি হলেও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিষয়ে এখনও অনড় শিন্ডে। তাঁর যুক্তি, অতীতে গোপীনাথ মুন্ডে, আরআর পাটিল, জয়ন্ত পাটিল, ছগন ভুজবল, অনিল দেশমুখরা মুখ্যমন্ত্রী না হয়েও স্বরাষ্ট্র দপ্তর সামলেছেন। এমনকি, বিদায়ী সরকারেও উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্রর হাতে ছিল স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার। তবে বিজেপি স্বরাষ্ট্র ছাড়তে নারাজ। এই পরিস্থিতিতে দপ্তর বণ্টনের সময় নতুন করে সমস্যা মাথাচাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজ্যের দাবি আদায়ে চন্দ্রিমার নেতৃত্বে দিল্লি যেতে রাজি শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচল শুরু করার ব্যাপারে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হল রাজ্য বিধানসভায়। এব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানালো রাজ্য বিধানসভা। এই উদ্দেশ্যে আনা প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য বিধানসভায় উত্থাপন করে অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, একসময় কলকাতা থেকে ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি বিমান যোগাযোগ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে নানা কারণে ওইসব বিমান সংস্থা কলকাতা থেকে উড়ান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় শতবর্ষ প্রাচীন কলকাতা বিমানবন্দর থেকে এখন আর ওই সব দেশে আকাশ পথের সরাসরি পৌঁছানো যায় না। যাতে ওই সব বিমান সংস্থা ফের কলকাতা থেকে ওইসব দেশে সরাসরি বিমান চলাতে আগ্রহী হয় সেজন্য তাদের আকর্ষণ করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থমন্ত্রী আবেদন জানান।

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে বিরোধীরাও। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন করে বলেন, এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রতিনিধি দল পাঠালে বিজেপি তাতে সামিল হতে প্রস্তুত। তবে তিনি এও বলেন, ইউরোপের একাধিক দেশ থেকে সরাসরি কলকাতা বিমানবন্দরে আসার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ছাড়পত্র আছে। তাই নতুন করে কেন্দ্রের অনুমোদন দরকার নেই। বাসা এবং ওপেন স্কাই এগ্রিমেন্ট আছে। রাজ্য সরকারের উচিত টাটার মত বেসরকারি বিমান সংস্থাগুলির সঙ্গে কথা বলা এবং রাজ্যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বাড়ানোর জন্য আবেদন করা। এক্ষেত্রে বিজেপিও সরকারের পাশে থাকবে বলে বিরোধী দলনেতা আশ্বাস দিয়েছেন। 'যদি কেন্দ্র কোনও বাধা দেয় তাহলে আমরা, বিজেপির বিধায়করা যাব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব। এই প্রস্তাবকে আমরা সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি।'

কলকাতা থেকে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি উড়ান যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, এখন পর্যটন ব্যবসা ইত্যাদির কারণে বহু মানুষ ইউরোপ আমেরিকা থেকে বাংলায় আসছে। সরাসরি বিমান যোগাযোগ চালু হলে পর্যটকদের যেমন সুবিধা হবে তেমনি ব্যবসা বাণিজ্য বাড়বে। পাশাপাশি একাধিক সংস্থা কলকাতা থেকে উড়ান পরিষেবা গুটিয়ে নেওয়ায় এরাজ্য থেকে পর্যটকদেরও বিদেশে যেতে নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। ভিন রাজ্য থেকে বিদেশে যেতে গিয়ে টিকিটের খরচ এবং মালপত্রের পরিবহণের খরচ অনেক বেড়ে যাচ্ছে। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, 'আমরা রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানাচ্ছি তারা এমন ব্যবস্থা করুক যাতে কলকাতা থেকে বিমান চলাতে ওইসব সংস্থা আবার উৎসাহিত হয়।'

তবে প্রস্তাব সমর্থন করলেও বিমান চলাচলের প্রশ্নে রাজ্য সরকারকে কিছুটা কটাক্ষ করেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, 'ভারত সরকার হাসিমারাতে বিমান পরিষেবার জন্য ৩৭.৭৪ একর জমি চেয়েছে। আপনারা দেননি। দমদম বিমানবন্দরে একটি রানওয়ে তৈরি করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু ওখানে বাউন্ডারি ওয়াল করা যাচ্ছে না শুধু একটা মাজার থাকার জন্য। রাজ্য সরকার কেন সহযোগিতা করছে না? মালদহ হতে ৯ আসন বিশিষ্ট ফ্লাইট চালু করা যায়, কিন্তু ওখানেও আপনারা সহযোগিতা করছেন না।'

বিচার চেয়ে ফেসবুক পেজ খুললেন আরজি কর নির্যাতিতার বাবা-মা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে নিহত মহিলা চিকিৎসকের বাবা এবং মা একটি নতুন ফেসবুক পেজ খুলেছেন। বিচারের দাবি জানিয়ে সেই পেজ থেকে পোস্ট করা হয়েছে একটি ভিডিয়ো বার্তাও। রাজ্য তথা সমগ্র দেশের মানুষকে পাশে থাকার অনুরোধ করেছেন কন্যাহারা দম্পতি। নতুন করে বিচারের দাবিতে আওয়াজ তোলার কথা বলেছেন। প্রতিবাদী চিকিৎসকদের তরফে আজ একটি মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যভবন পর্যন্ত ওই মিছিল যাবে। তাতে নির্যাতিতার বাবা এবং মা-ও হাজির থাকবেন বলে জানিয়েছেন।

ফেসবুকে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের পেজটির নাম 'ট্রুথ অ্যান্ড জাস্টিস ভয়েস অফ আরজি কর ভিক্টিম'। এই পেজের ভূমিকায় তাঁরা লিখেছেন, 'আমাদের মেয়ের জন্য বিচার চেয়ে, সত্য জানতে চেয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। আর কোনও পরিবার যাতে এ ভাবে কষ্ট না পায়, তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সঙ্গে থাকুন।' ওই পেজেই একটি ভিডিয়োবার্তাও দিয়েছেন নির্যাতিতার বাবা-মা। দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে তাঁরা বলেছেন, 'চার মাস হয়ে গেল, আমাদের মেয়ের সঙ্গে গত ৯ অগস্ট রাতে কী হয়েছিল, এখনও আমরা জানি না। প্রথমে কলকাতা পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করছিল। ওদের তদন্তে আমাদের আস্থা ছিল না। তাই আমরা হাইকোর্টে অন্য এজেন্সির তদন্তের জন্য আবেদন জানাই। এখন এই ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। কিন্তু তার পরেও চার মাসে কিছু জানা গেল না। আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন।'

নির্যাতিতার বাবা-মা আরও বলেছেন, 'আমরা খুব যন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছি। আমাদের মেয়ে এত দিন ধরে যা কিছু করেছিল, নিজের দমে করেছিল। ৯ অগস্ট ওর সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে আমাদেরও সব স্বপ্ন শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা বিচার পাচ্ছি না। সারা দেশের মানুষকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি, আমাদের পাশে থাকুন। সারা দেশে আবার আওয়াজ উঠুক, আমরা যেন বিচার পাই। এটাই সকলের কাছে আমাদের নিবেদন। আপনারা সঙ্গে থাকলে নিশ্চয়ই আমরা বিচার পাব।'

হারানো কন্যার স্মৃতি হিসাবে এই ফেসবুক পেজ রেখে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন দম্পতি। তাঁর বাবার কথায়, 'আমার মেয়ের স্মৃতি থেকে যাবে এই পেজে। সিবিআই-ই আমাদের শেষ ভরসা, তাদের উপর ভরসা না রেখে উপায় নেই। আমাদের আর কোথাও যাওয়ার নেই। আন্দোলনের মাধ্যমে সিবিআইকে চাপে রেখে যদি বিচার পাওয়া যায়, সেই চেষ্টাই করছি।'

রাজ্যের ভূমিকায় সন্তুষ্ট নন নির্যাতিতার বাবা-মা। আরজি কর আন্দোলন চলাকালীন সাসপেন্ড হওয়া অভীক দে এবং বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার খবরে তাঁরা ক্ষুব্ধ। নির্যাতিতার বাবা বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ভাবে বিরোধিতা করছে, যে ভাবে অভীক দে, বিরূপাক্ষ বিশ্বাসকে আবার ফিরিয়ে আনা হল মেডিক্যাল কাউন্সিলে, তা খুবই অন্যায়। সন্দীপ ঘোষ এত দিন ধরে জেল খাটছেন, তবু তো তাঁর চাকরি যাচ্ছে না!' উল্লেখ্য, রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য অভীক এবং পেনাল অ্যান্ড এথিক্যাল কমিটির মনোনীত সদস্য বিরূপাক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। কী ভাবে আরজি করের সেমিনার কক্ষে উপস্থিত ছিলেন, সেই প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষা ব্যবস্থা থেকে হুমকি প্রথা-সহ একাধিক দুর্নীতিতে তাঁরা জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছিল। ওই সময়ে তাঁদের দু'জনকে মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের সাসপেন্ডও করে স্বাস্থ্য দপ্তর। কিন্তু এখন আরজি কর আন্দোলন কিছুটা 'স্তিমিত'। অভিযোগ, অভীককে আবার কাউন্সিলের বৈঠকে দেখা গিয়েছে। নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে বিরূপাক্ষের উপর থেকেও। যার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্স' এবং 'জুনিয়র ডক্টর্স' ফ্রন্ট'-এর সদস্যেরা।

মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে মমতাকে অভিযোগপত্র দলেরই ৬ বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ জানিয়ে তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন তৃণমূলের ছ'জন বিধায়ক। কৃষ্ণনগর লোকসভার অধীন পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের পাঁচ তৃণমূল বিধায়ক এবং মহুয়ারই পুরনো বিধানসভা কেন্দ্র করিমপুরের তৃণমূল বিধায়ক স্বাক্ষর করেছেন ওই অভিযোগপত্রে।

অভিযোগপত্রে যাঁরা সই করেছেন, তাঁরা হলেন করিমপুরের বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহরায়, চাপড়ার বিধায়ক রুকবানুর রহমান, নাকাশিপাড়ার বিধায়ক কল্লোল খাঁ, পলাশিপাড়ার বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য (যিনি সম্প্রতি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেয়েছেন), কৃষ্ণনগর দক্ষিণের বিধায়ক উজ্জ্বল বিশ্বাস এবং কালীগঞ্জের বিধায়ক নাসিরুদ্দিন আহমেদ (লাল)।

মহুয়ার বিরুদ্ধে লেখা ওই চিঠিতে সই নেই তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহা এবং কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ক মুকুল রায়ের। যিনি অসুস্থ অবস্থায় গৃহবন্দি। অর্থাৎ, মহুয়ার লোকসভা কেন্দ্র কৃষ্ণনগরের পাঁচ জন বিধায়কই তাঁর বিরুদ্ধে দলনেত্রীর কাছে অভিযোগ করেছেন। তাঁদের সঙ্গেই অভিযোগ করেছেন করিমপুরের বিধায়ক। যে বিধানসভা কেন্দ্র কৃষ্ণনগর লোকসভা নয়, মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। যদিও এলাকাটি তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলার অন্তর্গত।

সাংসদ মহুয়ার বিরুদ্ধে ছয় বিধায়কের অভিযোগ, তিনি বিধায়কদের 'এড়িয়ে' তিন ব্লক সভাপতি-সহ ১১৬ জন বুথ সভাপতি এবং ১৬টি অঞ্চল সভাপতি বদল করেছেন। দ্বিতীয়ত, মহুয়া ওই বিধায়কদের 'এড়িয়ে' গিয়ে তাঁদের এলাকায় যাতায়াত করেন। বিধায়কের বিরোধী গোষ্ঠীদের নিয়ে নদিয়া জেলার রাজনীতিতে মহুয়া 'অস্থিরতা' তৈরি করছেন বলেও অভিযোগ করেছেন ওই বিধায়কেরা। তাঁদের আরও অভিযোগ, সংখ্যালঘু এলাকায় কুখ্যাত 'তোলাবাজ ও সমাজবিরোধীদের' নিয়ে চলাফেরা করে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছেন তিনি। বর্তমান বিধায়কদের সরিয়ে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী করবেন বলে একাধিক ব্লকের নেতাদের প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন। চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, জেলায় বিজেপির বিরোধী কোনও কর্মসূচিতে তাঁকে দেখা যায় না। উল্টে দলেরই বিধায়কদের বিরুদ্ধে যে কোনও ধরনের পদক্ষেপ করতে 'সক্রিয় ইন্ধন' জোগাচ্ছেন তিনি।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেই অভিযোগ উঠেছিল, চাপড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জেবের শেখকে 'নির্দল' প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েছিলেন মহুয়া। যদিও সেখানে জেতেন রুকবানুর। তাঁদের আশঙ্কা, আগামী বিধানসভা ভোটেও ফের তেমনই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তাতে নির্বাচনী পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলেই অভিমত মহুয়ার বিরোধী এক তৃণমূল বিধায়কের।

মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি অভিযোগপত্রটি দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকেও। তৃণমূল সূত্রের খবর, বিধানসভা অধিবেশন শুরু পরেই মহুয়ার বিরুদ্ধে মৌখিক ভাবে ওই সমস্ত অভিযোগ করা হয়েছিল দলীয় নেতৃত্বের কাছে। তখনই ওই 'বিক্ষুব্ধ' বিধায়কদের বলা হয়েছিল, দলের সর্বোচ্চ নেত্রীর কাছে লিখিত ভাবে অভিযোগ জানাতে। সেই মতোই বৃহস্পতিবার ওই অভিযোগগুলি লিখিত আকারে জমা দেওয়া হয়েছে।

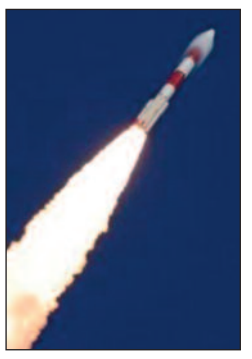

সফল উৎক্ষেপণ

শ্রীহরিকোটা, ৫ ডিসেম্বর: ইউরোপিয়ার স্পেস এজেন্সির প্রোবা ৩ স্যাটেলাইটের সাহায্যে পিএসএলভি-সি৫৯ সফলভাবে উৎক্ষেপণ করল ইসরো। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টে ৪ মিনিটে শ্রীহরিকোটা থেকে এই উৎক্ষেপণ করা হয়। প্রোভা ৩ মিশনের অন্তর্গত পিএসএলভি রকেটের ভিতরে মোট ২টি স্যাটেলাইট টি সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে বলে ইসরোর তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৩/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে Tarak Roy S/o. Anil Roy ও Tarak Ray S/o. A. Ray সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৫ নং এফিডেভিট বলে Dilip Shaw S/o. Kanai Shaw ও Dilip Show S/o. Kanai Show সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/১২/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ২৮২ নং এফিডেভিট বলে আমি Shaikh Aftab Uddin (old name) S/o. Sk. Based Ali R/o. Iswarbaha, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104 W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk. Aftabuddin (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Shaikh Aftab Uddin & Sk. Aftabuddin S/o. Sk. Based Ali উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sk Salehin Ali.

নাম-পদবী

গত ০৫/১২/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ২৮৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Shaikh Salehin Ali (old name) S/o. Shaikh Aftab Uddin R/o. Iswarbaha, Sahaganj, Chinsurah, Hooghly-712104 W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk. Salehin Ali (new name) S/o. Sk. Aftabuddin নামে পরিচিত হইয়াছি। Shaikh Salehin Ali S/o. Shaikh Aftab Uddin & Sk. Salehin Ali S/o. Sk. Aftabuddin উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Abdullah Shaikh S/O. Chhademali Shaikh 29/11/24 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণী কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে Abdullah Shaikh ও Abdullaha Shaikh ও আমার পিতার নাম Chhademali Shaikh, Chhadu Sekh, Chademali Shaikh, Chhademali Sk সকল এক ও অভিন্ন বলিয়া পরিচিত হইল।

নাম-পদবী

আমি Sanjit Pandit 25/11/24 এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা Brajendra Chandra Pandit ও Brajendra Pandit উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

আমি Suman Maity, পিতা- Gourhari Maity, ঠিকানা- শ্যামনগর, মালিঘাটি, ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৭২১২১১ ঘোষণা করছি যে গত ইং ০৪-১২-২৪ তারিখে মেদিনীপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট নং- ২০৭৯৬ বলে আমার পিতা- Gourhari Maity (সঠিক) এবং Gour Maity (আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং- WB 33 20240002996 তে উল্লেখ আছে) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে সর্বত্র পরিচিত হলেন।

E-Tender

E- Tenders are invited by the Prodhan, Hogalbaria Gram Panchayat (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Rajapur, Nadia. **NIET NO- 07/2024-25.** Last date of submission **13.12.2024 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan,
Hogalbaria Gram Panchayat.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী বলাই চন্দ্র পাল পিতা ৺গোপাল চন্দ্র পাল, **২)শ্রী কানাই লাল পাল, ৩)শ্রী জগবন্ধু পাল, ৪)শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র পাল,** ২ হইতে ৪ নং এর পিতা ৺পরান চন্দ্র পাল **৫)শ্রী প্রশান্ত পাল** পিতা ৺নারায়ন চন্দ্র পাল, **৬)শ্রীমতী বেলা পাল** স্বামী ৺নিমাই চন্দ্র পাল, **৭) শ্রী দীপঙ্কর পাল** পিতা ৺নিমাই চন্দ্র পাল সকলের সাকিম নাটাগড়, দিগড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২, **৮)শ্রীমতী শম্পা পাল** স্বামী কাশীনাথ পাল সাকিম কোঁয়ারপুর, মঙ্গলকোট, পূর্ব বর্দ্ধমান-৭১৩১৩২, **৯)শ্রী শুভেন্দু পাল** ৮ ও ৯ নং এর পিতা ৺নিমাই চন্দ্র পাল, সাকিম নাটাগড়, দিগড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২, বিগত ইং 07/09/2022 তারিখে সম্পাদিত এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5158/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সুবল চন্দ্র পাল ওঃ সুবল পাল,** পিতা ৺গোপাল চন্দ্র পাল, সাকিম নাটাগড়, দিগড়া, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১২, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতাবলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন/ করিতেছেন। **তপশীল** -জেলা হুগলী, থানা বলাগড়, মৌজা নাটাগড়ি, 34 নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. 68, 95/1, 163/1, 306, 1149 ও 1152 নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. 102 নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় 116 শতক তন্মধ্যে 69 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত তপশীলভুক্ত সম্পত্তি খরিদার পর ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও জিরাট বলাগড় ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

দলিল হারিয়েছে

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমি, **শ্রী কল্লোল কুমার বসাক ওরফে কল্লোল বসাক,** পিতা প্রয়াত রাধা গোপাল বসাক, সাকিন : খলিসানি, অশোক পল্লি, পো : চন্দননগর, থানা : ভদ্রেশ্বর, **জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১৩৮, আমি, ১ (একটি) মূল মাদার দলিল নিম্নোক্ত সম্পত্তির অবস্থিত জেলা : হুগলি, থানা : ভদ্রেশ্বর , মৌজা : খলিসানি, জেএল নং ০১, এলওপি ৪১, চন্দননগর পুরসভা অধীন, সিএস প্লট নং ২১০২(অংশ), আরএস দাগ নং ২৩০৪, এলআর দাগ নং ২৮০৫, এলআর খতিয়ান নং ১৬৪৯,** ডিএসআর হুগলি অধিক্ষেত্র অধীন, পশ্চিমবঙ্গ হারিয়ে ফেলেছি। উক্ত দলিল অনুযায়ী সম্পত্তি নিম্নোক্ত মতে : **ক) পাট্টা দলিল নং ১১২-১৯৮৯ , রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর হুগলি।**

আমি, ইতিমধ্যেই ভদ্রেশ্বর থানায় জেনারেল ডায়েরি **উল্লেখ্য জিডিই নং ৬৬৭ তাং ১৫.১১.২০২৪** উক্ত হারানোর বিষয়ে দাখিল করেছি। কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করে ফেরত দিয়ে বাধিত করিবেন। ফেরত পেলে চির কৃতজ্ঞ থাকব। উক্ত অনুমত্যানুসারে।

শান্তনু নন্দী
অ্যাডভোকেট
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট, হুগলি
এম : ৯৭৩৪০৪৮৭৫৯

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client intends to purchase several plots of land which is described in the schedule below. Anybody having any claim, demand, rights, title or interest over the schedule property or any part thereof share, partition, sale, mortgage charge, lease, lien, license, tenancy, gift, exchange, trust, easements, attachment, possession or encumbrance whatsoever or of in any nature whatsoever, is hereby requested to inform the same in writing to the undersigned through registered post within seven days from the date of publication of this notice along with documentary proof thereof, failing which it will be presumed that there is no such claim etc which shall be deemed to have been given up or waived or relinquished their claim etc. whatsoever.

SCHEDULE

(1) All that piece and parcel of land comprised in L. R. Dag no. 3470, L.R. Khatian no. 452, area of land 48 decimal, J.L. no. 66, mouza Talchinan Sanihati. **(2)** L.R. Dag no. 387, L.R. Khatian no. 1428, area of land 22 decimals, J.L. no. 65, mouza Gunpala. **(3)** L.R. Dag no. 3487, L.R. Khatian no. 1649, area of land 76 decimal, J.L. no. 66, mouza Talchinan Sanihati. **(4)** L.R. Dag no. 284, L.R. khatian no. 217, area of land 9.5 decimal (out of 19 decimal), J.L. no. 36, mouza Beraberi **(5)** L.R. Dag no. 3494, L.R. Khatian no. 5084, area of land 44 decimal, J.L. no. 66 mouza Talchinan Sanihati. All are under Daspur P.S.

GOLOK CHANDRA GHOSH
ADVOCATE
District Judges' Court, Sadar, Hooghly, Ph:9007544415

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ই ডিসেম্বর। ২০শে অগ্রহায়ণ। শুক্রবার, পঞ্চমী তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলর মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ। ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : আজ সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : আজ টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুস্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

DECLARATION

I, DIPAK CHOWHAN S/O Birendar Chowhan residing at H. No. 16, B.L. No. 23, Kelabagan, PO. & P.S. : Jagatdal, District : North 24 Parganas, PIN : 743125, WB do hereby declare vide affidavit filed in the Court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Barrackpore dated 03.12.2024 that my father's actual and correct spelt name is BIRENDAR CHOWHAN which is recorded in his Aadhar, PAN Card and in my Aadhar and PAN card also. But in my all educational paper and documents, my father's spelt name has been recorded as BIRENDRA CHOWHAN inadvertently. BIRENDAR CHOWHAN and BIRENDRA CHOWHAN is the same and one identical person who is my father.

NOTICE

গত 05/12/24 নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে 11 নং এফিডেভিট বলে আমি **Souvik Nandi** S/o. Sanjay Nandi সাকিম হাসিমপুর, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫০১ ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Dr. Ranjita Biswas, মহাশয়ার অধীন চিকিৎসা করিয়া **TRANSFEMININE PERSON** i.e. people who were assigned male at birth but identify as more feminine than masculine, হিসাবে পরিচত হইয়াছি ও **Souvik Nandi** S/o. Sanjay Nandi (father) & Sabita Nandi (Mother) ও **Mahi Nandi** D/o. Sanjay Nandi (father) & Sabita Nandi (Mother) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

আমার মক্কেল, **১) সমাদৃতা দাস,২) সাগ্নিক দাস,** উভয়ের পিতা – (মৃত) সুব্রত দাস, সাকিম নতুনগ্রাম রথতলা,পোঃ ও থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১৪৮। গত ইং ১০/০৭/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-১ চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-৬৩৯৬/২০২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে জেলা-হুগলী, থানা- মগরার সামিল জে.এল. নং ২০, কোলা মৌজায় হাল ৩২৬৭ ও ৩২৬৮ নং খতিয়ানভুক্ত :- সাবেক ও হাল ৩৬৮ নং দাগে ০৩ শতক ও সাবেক ও হাল ৩৯৭ নং দাগে ০৩ শতক সম্পত্তি এবং অপরাপর সম্পত্তি, সাকিম- নতুনগ্রাম রথতলা,পোঃ ও থানা-মগরা, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১৪৮ নিবাসিনী, **স্বপ্না দাস,** স্বামী- মৃত সুব্রত দাস, মহাশয়াকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন।

শঙ্কর দাস (এ্যাডভোকেট)
ডিস্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট, চুঁচুড়া,হুগলী,
রেজিঃ নং- F/405/12

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

মোকাম ব্যারাকপুরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
মিস কেস নং- ১৩২/২০২৪ (প্রবেট)

দরখাস্তকারী:- শ্রী সুপ্রিয় ধারা, পিতা-শ্রী উত্তম ধারা, সাং-আর.সি. নন্দীপথ, মাহিষ্যপাড়া, পোষ্ট ও থানা- খড়দহ, কোলকাতা- ৭০০১১৭, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা,

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জাননো যাছে যে উপরোক্ত দরখাস্তকারী **৺গোপাল ধারা ওরফে গোপাল চন্দ্র ধারা,** পিতা- ৺সাধন ধারা ওরফে সাধন চন্দ্র ধারা, সাং- উপরোক্ত এর ত্যক্ত নিম্ন তফশীল ভুক্ত উইলের প্রবেট নেবার জন্য উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত কেসটি রুজু করেছেন, এতে যদি কারো কোনরূপ আপত্তি থাকে তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনার লিখিত আপত্তি আপনি স্বয়ং অথবা আপনার নিযুক্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে উপরোক্ত আদালতে জমা করিবেন, নচেৎ মামলাটি আইনামলে আসবে।

তফশীল

জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, এ. ডি. এস. আর. ও সোদপুর, মৌজা ও থানা-খড়দহ, জে. এল. নং- ২, রে.সা. নং- ১৮ তৌজি নং- ২১৭, আর.এস. খতিয়ান- ৪৫২, এল.আর. খতিয়ান নং- ১১৪৯, আর.এস. দাগ নং- ১২৬৬, এল.আর. দাগ নং- ১৯৮৩, নতুন এল.আর. দাগ নং- ১২৬৬/১৯৮৩। একটি ১০ ছটাক ২২ বর্গফুট বাস্তু জমি তদুপরিস্থিত ৩৫২ বর্গফুট গৃহাদী সহ, যার হোল্ডিং নং- ১৭/বি, বি.টি. রোড, আর.সি. নন্দী পথ, মাহিষ্যপাড়া, ওয়ার্ড নং- ১৬, যা টিটাগড় পৌরসভার অন্তর্গত, কোলকাতা- ৭০০ ১১৭ ।

অনুমত্যানুসারে
দীপক বড়ুয়া (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, আদালত,
ব্যারাকপুর, ২৪ পরগনা (উঃ)

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল হরিপাল গ্রামের নিবাসী বিপ্লব মৈত্র পিতা- বৈদ্যনাথ মৈত্র হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ ৬৯ নং জে.এল ভুক্ত চন্ডীনগর মৌজায় থাকা হাল এল.আর. ৩৪৩/৫১৯ নং দাগে ৬ শতক সম্পত্তি গত ইংরাজীর ১৬/৮/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৩৮৭ নং দলিলমূলে ঋতুপর্ণা দে ও রুদ্রশংকর দে এর স্বত্ব দখলীয় উক্ত সম্পত্তিটি তাহাদের দ্বারা নিযুক্ত তাহাদেরই মাতা রত্না দে - কে গত ইং ২০০৫ সালে হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১২ নং ও ২৪ নং আমমোক্তার নামাপত্র করিবার পর উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে রত্না দে আমার মক্কেল তথা বিপ্লব মৈত্রকে উক্ত সম্পত্তিটি হস্তান্তর করিবার পর উক্ত সম্পত্তি এবং আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে জানাইতে পারেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Chinsurah, Serampore Court
Reg No- WB-1593/2015

NOTICE

Power of Attorney

1)Smt. Bharatee Debee W/o. Sajjan Sanganaria D/o. Damodar Das Sureka R/o. Station Bazar, Cuttack, Jagatapur, Cuttack, Orissa, **2)Smt. Khushboo Jaiswal** W/o. Vicky Jaiswal D/o. Lt. Bharat Sureka R/o. 91/2, G.T. Road, Champdani, Baidyabati, Bhadreswar, Hooghly-712222, W.B. **3)Sri Gulshan Sureka** S/o. Lt. Bharat Sureka R/o. 4, Kanai Dewantala Road, Sheoraphuli, Serampore, Hooghly-712223, W.B. **4) Sri Kamlesh Ladia** S/o. Sitaram Ladia R/o. 74/7, Lalbabu Shire Road, Bally, Howrah-711202, W.B. **5)Sri Somesh Ladia** S/o. Sri Kamlesh Ladia R/o. 74/7, Lalbabu Shire Road, Bally, Howrah-711202, W.B. represented by their **General Power of Attorney (being no. 82/2016 dtd. 07/04/2016** registered before A.D.S.R., Serampore, Hooghly) to **Smt. Nidhidebi Surekha** W/o. Bharat Surekha R/o. 4, Kanai Dewantala Road, Sheoraphuli, Serampore, Hooghly-712223, W.B. against below Schedule Property. After that the Attorney holder **Smt. Nidhidebi Surekha** Execute a **Sale Deed (being no. 4025/2019 dtd. 23/09/2019** registered before A.D.S.R., Serampore, Hooghly) to My Clients **1)Md Faijan Alam, 2)Md Anjar** both S/o. Md Yunus, both R/o. Rampur, Jamalpur, Gogari, Khagaria, Bihar. **Schedule of the Sale Property:** Measuring 0.016 acre, nature of land Dokan, within Mouza Chatra, J.L. No. 10, appertaining to R.S. Dag No. 4632 & L.R. Dag No. 3779 under R.S. Khatian No. 2696 and L.R. Khatian No. 1484/2, 1485/2 originally belonged to **Ramkishan Das Sureka** S/o. Lt. Shivdutta Roy Sureka, whose name recorded in Hal Settlement Record. Now at present the purchasers (my clients) **1)Md Faijan Alam, 2)Md Anjar** both S/o. Md Yunus, want to record their name in Hal Settlement Record, B.L. & L.R.O. Serampore, Hooghly, office. If any objection, please contact, within 30 days from the publication published of this notice.

Sanat Kumar Sil (Advocate)
Judges' Court, Chinsurah, Hooghly

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

সপ্তাহ শেষে পারা পতন দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণবঙ্গে ঢুকতে শুরু করেছে উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়া। যার জেরে এক ধাক্কায় দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস নামতে পারে তাপমাত্রা, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, শনি ও রবিবারের মধ্যে দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা নামতে পারে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। তবে হাওয়া অফিস সূত্রে এও জানা গিয়েছে, এর মাঝে আগামী সপ্তাহের শুরুতেই পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় শীত বাধা পেতে পারে। ফলে দু'তিন দিন ফের বাড়তে পারে তাপমাত্রা। তবে সপ্তাহের শেষে দক্ষিণবঙ্গে পারদ পতনের ইঙ্গিত আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। এর জেরে কলকাতায় ১৫ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছে যাবে পারদ। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১০ থেকে ১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যেতে পারে তাপমাত্রা। ফলে জমিয়ে শীত পড়তে চলেছে কলকাতায়। অন্যদিকে পশ্চিমের জেলায় সপ্তাহের শেষে শীতের সেকেন্ড স্পেল।

এদিকে শুক্রবার থেকে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিঙে। হালকা বৃষ্টি হতে পারে কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকাতেও। মঙ্গলবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে এই বৃষ্টি চলতে পারে। মঙ্গলবারে দার্জিলিং ও কালিম্পং-এর সঙ্গে উত্তর দিনাজপুর ও মালদা জেলাতেও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা।

তবে দক্ষিণে মূলতথাকবে পরিষ্কার আকাশ। শুষ্ক আবহাওয়া আগামী ৫ দিন থাকবে রাজ্যে। কুয়াশার সম্ভাবনা দার্জিলিং-সহ রাজ্যের সাত জেলায়। কলকাতা-সহ বেশিরভাগ জেলাতেই খুব সকালে হালকা কুয়াশা এবং ধোঁয়াশা থাকবে। কলকাতায়

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৬ ডিসেম্বর, ২০২৪ ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ শুক্রবার

আমূল পরিবর্তন আসতে চলেছে উচ্চশিক্ষায়, খসড়া তৈরি ইউজিসি'র

নিজস্ব প্রতিবেদন: আমূল পরিবর্তন আসছে উচ্চশিক্ষায়। কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতক থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর, সব ক্ষেত্রেই আসতে পারে বড় পরিবর্তন। যার খসড়া ইতিমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অর্থাৎ ইউজিসি। এখন শুধু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষা। ওই খসড়ায় শিলমোহর পড়লেই বদলে যাবে শিক্ষা ব্যবস্থার চেহারা।

এই পরিবর্তনের ফলে কোনও বিষয় পড়তে গিয়ে পছন্দ না হলে ভিন্ন বিষয়ে ভর্তি হওয়া যাবে ওই একই বছরে। একই শিক্ষাবর্ষে দু'বার ভর্তি হওয়া যাবে। কেউ কোনও বিষয় পড়তে শুরু করে যদি দেখেন ভাল লাগছে না, বা অসুবিধা হচ্ছে, তাহলে তিনি ওই বছরেই অন্য কোনও পছন্দের বিষয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবেন। এখানেই শেষ নয়, যাঁরা উচ্চ মাধ্যমিকে 'সায়েন্স' নিয়ে পড়াশোনা করেননি, তাঁরাও অনায়াসে পড়তে পারবেন পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন নিয়ে। এমনই সব বদল আসতে চলেছে উচ্চশিক্ষায়।

এর পাশাপাশি স্নাতকে কোন বিষয়ে পড়াশোনা করবেন, তা নিয়ে কোনও বাধ্য বাধকতা থাকবে না। অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা না করলেও পদার্থবিদ্যা, রসায়ন নিয়ে পড়াশোনা করতে কোনও অসুবিধা থাকবে না। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভর্তির পরীক্ষায় পাশ করতে হবে, তাহলেই পড়ার সুযোগ পাওয়া যাবে না।

পরিবর্তন আসছে পরীক্ষা পদ্ধতিতেও। লিখিত নাকি মৌখিক, কোন পদ্ধতিতে কোন বিষয়ের পরীক্ষা হবে, তা ঠিক করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে।

এছাড়াও পড়ুয়াদের কতটা উপস্থিতির হার হওয়া উচিত, কতদিন কলেজে উপস্থিত থাকলে পরীক্ষায় বসতে পারবে, তা ঠিক করবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। এতদিন পর্যন্ত যে হার নির্দিষ্ট করা ছিল, তা আর থাকবে না। এছাড়াও অনলাইনে পড়াশোনার সুযোগ রাখার কথা বলা হয়েছে খসড়ায়। এই পদ্ধতি চালু হলে কর্মরত অবস্থাতেও চাকরি করতে পারবেন পড়ুয়ারা। এছাড়া কেউ চাইলে একই সঙ্গে দুটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পড়তে পারবেন।

বড় দুর্নীতির গন্ধ, ইডি'র নজরে এনআরআই কোটায় ভর্তি ডাক্তারি পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুরু হয়েছিল ২২জন পড়ুয়া ধরে। তদন্ত যত এগোচ্ছে, আরও বহু অজানা তথ্য সামনে আসতে পারে বলে ধারণা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকদের। একইসঙ্গে তাঁরা এও জানান, এনআরআই কোটায় রাজ্যের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলিতে বেআইনিভাবে ডাক্তারিতে ভর্তি হওয়া পড়ুয়ার সংখ্যা ৫০০ হতে পারে বলে মনে করছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) এর তদন্তকারীরা।

এদিকে, ১৯ জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ইডি'র দাবি, প্রায় ৫০০ পড়ুয়ার এনআরআই কোটায় ভর্তি হওয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে সন্দেহ। তাঁরা আদৌ এনআরআই কোটায় ভর্তি হওয়ার উপযুক্ত কিনা, তা নিয়েও দেখা দিয়েছে প্রশ্ন। তদন্তকারীরা মনে করছেন, বেআইনিভাবে ভর্তির সংখ্যাটা কোনও ভাবেই ২২ জন পড়ুয়ায় সীমাবদ্ধ নয়। প্রায় ৫০০ জনের নথি খতিয়ে দেখার পরে তদন্তকারীরা একটি তালিকা তৈরি করার কাজ শুরু করেছেন। তার পরেই জানা যাবে, ঠিক কতজন বেআইনিভাবে এনআরআই কোটায় ভর্তি হয়েছিলেন এবং ঠিক কী প্রক্রিয়ায়। মেডিক্যালে ভর্তির নিয়মবিধি মানা হয়েছিল কিনা, তাও তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পরেই স্পষ্ট হবে। বেআইনি ভর্তির কারবারে মোট কত কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে তাও নির্দিষ্ট করে জানাতে সময় লাগবে বলে জানাচ্ছেন কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকরা। এদিকে ইডি সূত্রে খবর, দূতাবাসের সার্টিফিকেট-সহ বিভিন্ন নথি, বহু ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেই সব নথিপত্র এখন খতিয়ে দেখা চলছে, গ্যাজেটগুলির ফরেন্সিক পরীক্ষারও সিদ্ধান্ত হয়েছে। এদিকে তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, এক এক জনের থেকে এক এক রকম অ্যাডমিশন ফি নেওয়া হয়েছে।

দুর্নীতির অঙ্ক বেশ কয়েক কোটি টাকা হবে বলেই অনুমান। এখনও পর্যন্ত কয়েকটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের উপরে বিশেষভাবে নজর রয়েছে ইডির। তবে দুর্নীতির জাল বহু দূর বিস্তৃত বলেই সন্দেহ তদন্তকারীদের। ইডি সূত্রে খবর, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন-সহ বহু ইলেকট্রনিক্স গ্যাজেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে, কোনও লেনদেনের চ্যাট বা কথোপকথন কিছু আছে কিনা। কোনও চ্যাট ডিলিট করা হয়েছে কিনা। ডিলিট করা চ্যাট রিট্রিভের জন্যে সেন্ট্রাল ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হবে বাজেয়াপ্ত গ্যাজেটগুলিকে। ওই ফরেন্সিক পরীক্ষায় আর্থিক লেনদেনের কোনও সূত্র মেলে কিনা, সে নিয়ে রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছেন তদন্তকারীরা। এদিকে বর্ধমান, দুর্গাপুর, হলদিয়া, কলকাতা, সল্টলেক-সহ মোট ১৯ জায়গায় মঙ্গলবার দিনরাত তল্লাশি চলে। বুধবার দুপুরেও কয়েকটি জেলার বেশকিছু জায়গায় তল্লাশি চলে। এনআরআই কোটায় বেআইনিভাবে ডাক্তারিতে ভর্তির জন্যে কোটি কোটি টাকার অবৈধ লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগ। এদিকে রাজ্যের পাঁচটি বেসরকারি কলেজের বিরুদ্ধে চলতি বছরে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন হরিদেবপুরের বাসিন্দা জয়দীপ কর্মকার। তার ভিত্তিতে ইডি ইসিআইআর রুজু করে। এখনও পর্যন্ত তদন্তে যতটুকু যা জানা গিয়েছে, তা বিরাট এক কেলেঙ্কারির হিমশৈলের চূড়ামাত্র বলে ধারনা ইডির আধিকারিকদের।

বিচারের দাবিতে ফের পথে নামছেন অভয়ার বাবা-মা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিচারের দাবিতে এবার সরাসরি পথে নামছেন অভয়ার বাবা-মা। বৃহস্পতিবার সকালে পানিহাটির নাটাগড়ের বাড়িতে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভয়ার বাবা বলেন, আন্দোলন থিতিয়ে গেছে। তাই রাজ্য সরকার তার সেই পুরনো ফর্মে ফিরে এসেছে। মেয়ের মৃত্যুর ঘটনায় যারা অভিযুক্ত। সেই বিরুপাক্ষ বিশ্বাস, অভীক দে-কে সরকার আবার ফিরিয়ে আনছে। তাই বিচারের দাবিতে তাঁরা আন্দোলনে নামবেন। তাঁর সংযোজন, তদন্ত ঠিকমতো হয়নি। বিচার তো অনেক দূরের ব্যাপার। তাঁদের ওপর রাজনৈতিক রঙ লাগানোর চেষ্টা চলছে। সংবিধান দিবসের দিন বিধানসভায় রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের বিধায়ক এবং আইএসএফ বিধায়ক নৌসদ সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সেটা অনেকেই ভালোভাবে নেয়নি। রাজ্যের বিরোধী দলের বিধায়করা আন্দোলনের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর দাবি, গত ৯ আগস্টের ঘটনার পর রাজ্যে আরও ১৭টি ঘটনা ঘটে গিয়েছে। অথচ রাজ্য সরকারের কোনও হেলদোল নেই। তাঁর আক্ষেপ, টালা থানার ওসি অভিজিৎ মন্ডলকে সাসপেন্ড করা হলেও, সন্দীপ ঘোষকে এখনও সাসপেন্ড করা হয়নি। তিনি জানালেন, দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁরা দেখা করার চেষ্টা করছেন। অপরদিকে অভয়ার মায়ের দাবি, 'আমার মেয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানে ছিল। সেখানে সে খুন হয়েছে। তাই রাজ্য সরকার তার দায় এড়াতে পারে না।' তিনি বলেন, 'মেয়ের মৃত্যুর ১১৯ দিন অতিক্রান্ত। অথচ এখনও বিচার মেলেনি। মনে হচ্ছে, থ্রেট কালচারের শিকার হয়ে মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। আমরা বুঝে গেছি, বিচার পেতে গেলে আন্দোলনে নামতে হবে।' তাই আগামীকাল জুনিয়র ডাক্তার ফ্রন্টের ডাকে এমসিআই অফিস থেকে স্বাস্থ্য ভবন পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিলে তাঁরা যোগ দেবেন। এদিন তিনি আন্দোলন জারি রাখার বার্তা দিলেন। রাজ্য সরকারকে বিঁধে অভয়ার মায়ের কটাক্ষ, 'এখন শুধু মনে হচ্ছে, সব ঠিকঠাক আছে। শুধু আমার মেয়েটাই হারিয়ে গেছে।'

নিম্ন আদালতেও ভর্ৎসিত পার্থর আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদন: শীর্ষ আদালতের পর এবার নিম্ন আদালতেও ভর্ৎসিত হতে হল প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবীকে। বৃহস্পতিবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন সংক্রান্ত মামলার শুনানি কোন আদালতে হবে বা তা নির্ধারণ করার এক্তিয়ার কে দিয়েছে এই ইস্যুতে পার্থর আইনজীবীকে প্রশ্ন করতে দেখা যায় বিচারক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়কে।

প্রসঙ্গত, এজলাস পরিবর্তনের আর্জি জানিয়েছিলেন পার্থ। বৃহস্পতিবার বিচারক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে ছিল সেই জামিন মামলার শুনানি। সেখানেই এমন একের পর এক প্রশ্নবাণের সামনে পড়তে হয় পার্থর আইনজীবীকে। এদিকে জামিনের জন্য এদিন কাতর আর্জি জানান পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

সিবিআই-এর আইনজীবী জানান, ১৫২ জন যোগ্য চাকরি প্রার্থীর নাম তালিকাভুক্ত করা হয়নি, অথচ বিভিন্ন এজেন্ট মারফৎ টাকা তুলে ৭৫২ জন অযোগ্য চাকরি প্রার্থীর তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। যার মধ্যে ৩১০ জন অযোগ্য চাকরি প্রার্থীর চাকরি সুনিশ্চিত করা হয়েছিল বলেও দাবি করেছে সিবিআই। গোয়েন্দা সংস্থার অভিযোগ, এই তালিকা পাঠিয়েছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিজে। এই মুহূর্তে তথ্য প্রমাণ খতিয়ে দেখার কাজ চলছে, সাক্ষীদেরও বয়ান নেওয়া হচ্ছে বলে আদালতে জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। তারা মনে করছে, এখন পার্থ চট্টোপাধ্যায় জামিন পেলে তদন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

গোয়েন্দা সংস্থার বক্তব্যের পরও জামিনের জন্য মরিয়া ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ভার্চুয়ালি তিনি বিচারককে বলেন, 'আমাকে জামিন দিন। আমি কিছুই করিনি। যা করেছে বোর্ড করেছে। আমাকে বাঁচান। আমাকে জামিন দিন। ট্রায়াল শুরু হচ্ছে না। আর কতদিন আটকে থাকব?'

এরই পাশাপাশি পার্থর আইনজীবীও আদালতে দাবি করেন, তাঁর মক্কেল কোনও ভাবে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নন। তাঁর কোনও ভূমিকা ছিল না বলেও দাবি করেন তিনি।

এস বসু রায় সংস্থার সঙ্গেও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কোনও যোগাযোগ নেই বলে দাবি করেন আইনজীবী। পার্থ ৭৩ বছর বয়স, তিনি অসুস্থ-এই সব যুক্তিও খাড়া করেন আইনজীবী। তিনি আর্জি জানান, যে কোনও শর্তে জামিন দেওয়া হোক তাঁর মক্কেলকে।

দিনে দুপুরে ছিনতাই কেষ্টপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিনে দুপুরে ছিনতাইয়ের ঘটনা কেষ্টপুরে। এক ব্যক্তি ব্যাঙ্ক থেকে ফিরছিলেন টাকা ও গয়না নিয়ে। পথে উঠেছিলেন ই-রিক্সায়। তার মধ্যেই ঘটে গেল বিপত্তি। স্কুটিতে চড়ে খুব ধীর গতিতে এক যুবক আসে। তারপর ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়।

সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তি কেষ্টপুরের বাসিন্দা। তিনি পৌর ব্যাঙ্কের লকার থেকে সোনা এবং নগদ টাকা নিয়ে ই-রিক্সা করে বাড়ি ফিরছিলেন। ঠিক দিগন্তিকা ফুটব্রিজের সামনে রাস্তা খারাপ থাকায় ধীর গতিতে যাচ্ছিল ওই ই-রিক্সা। তখনই স্কুটি করে এসে এক ছিনতাইবাজ গাড়ি করে এসে ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায়। এ নিয়ে বিধাননগর পূর্ব থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

বাংলাদেশ ইস্যুতে পথে বঙ্গীয় হিন্দু রক্ষা সমিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশে সনাতনীদের ওপর নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার পথে নামল বঙ্গীয় হিন্দু রক্ষা সমিতি। এদিন সন্ধেয় ব্যারাকপুর সদর বাজার স্টেট ব্যাঙ্কের মোড় থেকে ধিক্কার মিছিল বেরিয়ে গোটা সদর বাজার পরিক্রমা করে। বঙ্গীয় হিন্দু রক্ষা সমিতির ডাকে আয়োজিত মিছিলে হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের মিছিলে যোগ দিয়ে বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক অরূপ সিংহ রায় বলেন, 'বাংলাদেশে সনাতনীদের ওপর অত্যাচার অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশে সনাতনীদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে আগামী ১০ ডিসেম্বর নৈহাটিতে এবং ১৬ ডিসেম্বর জেলা জুড়ে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে।' অপরদিকে বিজেপির নোয়াপাড়া-৩ মণ্ডলের সভাপতি রণদীপ প্রামাণিক বলেন, 'বিনা কারণে চিন্ময় কৃষ্ণ প্রভু জেলে বন্দি রাখা হয়েছে। ওনাকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে।' তাঁর বক্তব্য, সনাতনীদের ওপর অত্যাচারের পাশাপাশি ওপার বাংলার সংখ্যাগুরু নাগরিকরা দেশের ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননা করেছে। কিন্তু বাংলাদেশকে মোক্ষম জবাব দেওয়ার ক্ষমতা আছে ভারতের। সেটা হয়ত তারা ভুলে যাচ্ছে।

সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে অ্যাম্বুলেন্স চালকের সহকারীর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভাটপাড়া পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর নতুনগ্রামে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভেতর থেকে অ্যাম্বুলেন্স চালকের সহকারীর দেহ উদ্ধার। মৃতের নাম সুভাষ চন্দ্র ঘোষ। তাঁর বাড়ি ভাটপাড়া পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বীণাপাণি পাঠাগার পথ এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে পুরসভার সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে খাটের পাশে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, মৃতদেহ পড়ে থাকার কয়েক ঘণ্টা বাদে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে পুলিশ ওই অ্যাম্বুলেন্স চালকের সহকারীর মৃতদেহ উদ্ধার করে। অনুমান করা হচ্ছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। ভাটপাড়া পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিপ্লব মালো বলেন, 'পুরসভার সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে রাতে নাইট ডিউটি করতেন। তিনি অ্যাম্বুলেন্সের চালকের সহকারী ছিলেন। কয়েকদিন ধরে উনি অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থতার কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

বাঙালি ভোলেনি অরুন্ধতী দেবীকে শতবর্ষে কেআইএফএফ-এর শ্রদ্ধাঞ্জলি

শুভাশিস বিশ্বাস

গান্ধীজি যখন অনশনে বসেছিলেন তখন তাঁকে যিনি গান শুনিয়েছিলেন, তিনি অরুন্ধতী দেবী। গান দুটি ছিল 'যদি তোর ডাক শুনে' আর 'আমায় ক্ষম হে ক্ষম'। গান্ধীজির মৃত্যুর পরে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ৩১ জানুয়ারি আকাশবাণীতে অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রিয় মানুষটিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন তাঁর আরও এক প্রিয় মানুষ তাঁরই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গানের মধ্যে দিয়ে। কারণ, মাত্র বারো বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে তাঁর গাওয়া গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! নাচ, গানের পাশাপাশি ছবি আঁকার হাতও ছিল চমৎকার। এরপর শুরু নাচ-গান-আঁকার তালিম। এক সময় ঠিক করেছিলেন পেশাদার আঁকিয়ে-ই হবেন। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে শেষমেশ এসে পড়েন চলচ্চিত্র জগতে।

তাঁর চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশের ঘটনাতেও জড়িয়ে রয়েছে এক কাহিনী। ১৯৫২ সালে নিউ থিয়েটার্স প্রযোজিত নতুন ছবির কথা ভাবেন পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায়। পরিচালকের ইচ্ছে এই ছবিতে নতুন অর্থাৎ নবাগত এবং নবাগতা কোনও নায়ক-নায়িকাকে নিয়ে ছবি করবেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে খোঁজ মেলে এক নতুন জুটির। নেওয়া হল পরীক্ষা। পাশ করে ছবিতে অভিনয় করলেন বসন্ত চৌধুরী এবং অরুন্ধতী দেবী। আর প্রথম ছবি 'মহাপ্রস্থানের পথে'-নিয়ে এল সাফল্য। শুধু বাংলাই নয়, দুই নবাগত শিল্পীকে নিয়ে করা এই ছবির বাংলা এবং হিন্দি এই দুই সংস্করণই দেশজুড়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। এইভাবেই দর্শকদের মনে পাকাপাকি ভাবে জায়গা করে নেন অরুন্ধতী দেবী। বাংলা চলচ্চিত্র জগত পেল এক নতুন এবং অনন্য সাধারণ অভিনেত্রীকে, যাঁর মধ্যে রূপের সঙ্গে ছিল আভিজাত্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধন।

অস্বীকার করার উপায় নেই, অরুন্ধতীদেবী বৈচিত্র্যময় চরিত্রের মধ্যে বিচরণ করেছেন দীর্ঘ অভিনয় জীবনে। 'জতুগৃহ'র সাধারণ ঘরণি মাধুরীর পাশাপাশি অসিত সেনের 'চলাচল' বা নির্মল দে'র 'দুজনায়' ছবিতেও একইরকম সপ্রতিভ তিনি। অসাধারণ 'ঝিন্দের বন্দি'র রাণী কস্তুরীর ভূমিকাতেও। আবার 'ছেলে কার', 'মানময়ী গার্লস স্কুল' বা 'শশীবাবুর সংসার'-এর মতো ছবিতে হাসির দৃশ্যেও সমানভাবে সাবলীল। ১৯৬২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বিজয় বসুর 'ভগিনী নিবেদিতা' চলচ্চিত্রে নাম ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয়ের

স্বীকৃতিস্বরূপ বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান অরুন্ধতী। প্রতিটা চরিত্রেই তিনি স্বমহিমায় উজ্জ্বল। এছাড়াও তাঁর ছবির তালিকায় রয়েছে, 'চলাচল', 'পঞ্চতপা', 'মানময়ী গার্লস স্কুল', 'কালামাটি', 'হারমোনিয়াম', 'শশীবাবুর সংসার', 'ন্যায়দণ্ড', 'ছেলে কার', 'বিচারক', 'জন্মান্তর', 'টাকা আনা পাই'-এর মতো বেশকিছু সিনেমা।

কথাসাহিত্যিক বনফুলের গল্প অবলম্বনে নির্মিত অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কেরিয়ারের প্রথম ছবি হল 'কিছুক্ষণ'। অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের কেরিয়ারে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবি হল পরিচালক-অভিনেতা সুশীল মজুমদারের নির্মিত 'পুষ্পধনু'। চলচ্চিত্র নির্মাতা তপন সিনহা বলেছিলেন, 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছবিতে অরুন্ধতীর নির্বাক অভিনয় সকল দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। ছবিতে ওঁর নীরবতার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে অসংখ্য সংলাপ। আর 'জতুগৃহ'-তে উত্তমকুমারের বিপরীতে তাঁর অভিজাত্যপূর্ণ অভিনয়ের সঙ্গে মিশে ছিল রোম্যান্টিসিজম। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'বিচারক' ছবির শেষ অংশে তাঁর চরিত্রায়নে ফুটে উঠেছিল এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। 'শশীবাবুর সংসার' ছবির পার্শ্বচরিত্রে তাঁর অভিনয়ের বলিষ্ঠতা এক মাত্রা যোগ করেছিল ছবির চিত্রনাট্যে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, ওই সময়ে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের মতো ওরকম সুন্দরী নায়িকা আর কেউ ছিলেন কিনা তা নিয়ে অনেকেই সন্দিহান। তার ওপর দুর্দান্ত অভিনয়-প্রতিভা। সব মিলিয়ে দর্শকের কাছে অরুন্ধতী দেবীর আকর্ষণ ছিল ভয়ানক। এরপর দু'বছরের বিরতি। ১৯৫৪ সালে মুক্তি পায় তাঁর দ্বিতীয় ছবি, চিত্ত বসু পরিচালিত 'নদ ও নদী' এবং ওই বছরেরই শেষে মুক্তি পায় ভোলানাথ মিত্র পরিচালিত 'বকুল'। 'বকুল' ছবিটিতে অরুন্ধতী দেবীর বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন উত্তমকুমার। ছবির জগতে তখনও পাকাপাকিভাবে পা রাখার জায়গা তৈরি হয়নি তাঁর, তবুও অরুন্ধতীর অভিনয় আর ক্যারিশ্মায় সেদিন চাপা পড়ে গিয়েছিলেন স্বয়ং মহানায়কও। পরে উত্তমকুমার নিজমুখে স্বীকার করেন, 'ওঁর সঙ্গে যখন অভিনয় করতাম, তখন খুবই সতর্ক থাকতাম। আমার নিজের অভিনয়ের মধ্যে ইনটেলেকচুয়াল ফ্লেভার মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতাম। না হলে মার খেয়ে যাবার ভয় ছিল।' তপন সিনহার 'জতুগৃহ' বা প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'বিচারক', পরবর্তীকালেও দু'জনের অভিনীত ছবিগুলিতে উত্তম-অরুন্ধতীর মধ্যে প্রতিযোগিতা চলেছিল সমানে-সমানে।

অরুন্ধতী দেবী ছকভাঙা অভিনয় শিল্পী তো ছিলেনই, পাশাপাশি ছবি পরিচালনা, সুরারোপ থেকে চিত্রনাট্য-সব মিলিয়ে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। কথা সাহিত্যিক বিমল করের 'খড়কুটো' উপন্যাস অবলম্বনে ১৯৬৭ সালে অরুন্ধতী দেবী নির্মাণ করেন বিয়োগান্তক রোম্যান্টিক ছবি 'ছুটি'। এই ছবির জন্য তিনি নির্বাচন করেছিলেন এক নতুন জুটিকে। মৃণাল মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিনী মালিয়ার অভিনয় মুগ্ধ করেছিল দর্শকদের। ছবিটি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছিল একাধিক 'বিএফজে' পুরস্কারও। সেরা পরিচালকের পুরস্কারও জিতে নিয়েছিলেন অরুন্ধতী দেবী। ছবিটাও তো সুপার-ডুপার হিট হয়েছিল। পরের ছবি রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ ও রৌদ্র'। এই ছবিটি তেমন জনপ্রিয়তা না পেলেও সেটি যে অত্যন্ত উচ্চমানের হয়েছিল, সে কথা অনায়াসেই বলা যায়। দুটি ছবিরই সংগীত পরিচালনা করেছিলেন অরুন্ধতী দেবী স্বয়ং। আরও পরে পরিচালনা করেন ছোটদের ছবি লীলা মজুমদারের কাহিনী অবলম্বনে 'পদিপিসীর বর্মি বাক্স'। এই ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করেন ছায়াদেবী। অরুন্ধতী দেবীর চতুর্থ পরিচালিত ছবি 'দীপার প্রেম'। এটি তেমনভাবে বক্স অফিস পায়নি। এখানে একটা কথা বলতেই হয়, সিনেমা পরিচালনার মতো দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রেক্ষিতে তাঁকে নিয়ে যে পরিমাণ আলোচনা হওয়া উচিত তা হয়ে ওঠেনি আজও।

অরুন্ধতী দেবী সম্পর্কে আরও একটা কথা না বললেই নয়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে গান রেকর্ড করেছিলেন অরুন্ধতী দেবী। তবে কখনও গেয়ে পারিশ্রমিক নিতে চাইতেন না, এমনকী আকাশবাণী দিলেও নয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথের গান ছিল তাঁর কাছে পবিত্র এক সাধনার বিষয়।

ছাত্রীদের অশ্লীল মেসেজ কাঠগড়ায় অধ্যাপক

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কটিশ চার্চ কলেজের এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের অশ্লীল মেসেজ পাঠানোর অভিযোগ। কাঠগড়ায় ওই কলেজেরই শারীরশিক্ষার অধ্যাপক। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিক্ষোভে উত্তাল স্কটিশ চার্চ কলেজ। এরপরই অভিযুক্ত অধ্যাপককে সাসপেন্ড করে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

অভিযোগ, শারীরশিক্ষা বিভাগের ওই অধ্যাপক মূলত দরিদ্র পরিবারের পড়ুয়াদেরই টার্গেট করতেন। তাঁদের বিভিন্ন জায়গায় কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতেন। এই অছিলায় তাঁদের অশ্লীল মেসেজ পাঠাতেন বলে অভিযোগ। এরকম একাধিক ছাত্রীর সঙ্গে এই ধরনের ঘটনা ঘটে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর ছাত্রছাত্রীরা সংগঠিতভাবে অভিযুক্ত অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানান। তবে ওই অভিযোগ পাওয়ার পরও কোনও পদক্ষেপ করেনা কলেজ কর্তৃপক্ষ। তারই প্রতিবাদ বুধবার বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ছাত্রছাত্রীরা।

বিক্ষোভকারীদের মধ্যে থেকে এক ছাত্রী জানান, 'যাঁদের সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটানো হয়েছে সেইরকমই এক ছাত্রী যখন ফর্মালি অভিযোগ জানায়, তখন আমরা সবাই বিষয়টা জানতে পারি। পাঁচ ছ'দিন ধরে কলেজে এই বিষয়টা শোনা যাচ্ছিল। আমাদের জানতে চাই, কর্তৃপক্ষ আদৌ কী ব্যবস্থা নিয়েছে কি না সে ব্যাপারে।' এদিকে সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে, জুন-জুলাই মাস থেকে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। হোয়াটসঅ্যাপের স্ক্রিনশটও কলেজে ছড়িয়ে পড়ে। এরপরই অভিযুক্ত অধ্যাপককে ইতিমধ্যেই সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে নোটিস টাঙিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু স্কটিশ চার্চের মতো কলেজে এই ধরনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কর্তৃপক্ষ অবশ্য এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু বলতে চায়নি। বিষয়টি অভ্যন্তরীণভাবে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রে খবর।

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অ্যাকাডেমি বিল্ডিংয়ে আগুন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা নাগাদ আরজি করের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের 'হট এয়ার ওভেন'-এ আগুন লাগে। হাসপাতালের কর্মীরাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। খবর দেওয়া হয় দমকলেও। সূত্রের খবর, দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর আগেই আগুন নিভে যায়। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে হাসপাতালে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে সূত্রে খবর, এদিন দুপুরে মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। এরপরেই আগুন লাগার বিষয়টি সামনে আসে। পাশাপাশি হাসপাতাল স

সম্পাদকীয়

কোনও খাতে টাকা ঢুকলেই স্কুলের উন্নয়ন হবে না, সকলের সহযোগিতা যদি না থাকে

‘কম্পোজিট গ্রান্ট’ বাবদ স্কুলগুলির দৈনন্দিন খরচ চালানোর জন্য কেন্দ্র দেয় ৪০ শতাংশ এবং রাজ্য দেয় ৬০ শতাংশ। পড়ুয়ার সংখ্যার ভিত্তিতে স্কুলকে এই টাকা দেওয়া হয়। রাজ্যে পঞ্চায়েত দফতর পরিচালিত শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতেও এই টাকা ঢোকে। টিএল এম, অভিভাবক মিটিং ইত্যাদি বাবদ ও আলাদা আলাদা খাতে টাকা আসে। সেই খরচের টাকা অ্যাকাউন্ট থেকে তুলতে বা পেমেন্ট করতে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সই প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অপারেটর হিসাবে মুখ্য সহায়িকা এবং কেন্দ্রের সম্পাদকের সই লাগে চেকে। কেন্দ্রের সম্পাদক হন নির্দেশ অনুসারে কোথাও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট, কোথাও পঞ্চায়েত সচিব অথবা সহায়ক। সুতরাং তাঁদের সবার সই ছাড়া, অন্তত চেকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের টাকা তোলা বা কাজে লাগানো যায় না। এমন অনেক স্কুল আছে যেখানে ম্যানেজিং কমিটি ও স্কুল সম্পাদক এই বিষয়ে কোনও রকম সহযোগিতা করতে চান না। উদাহরণ হিসাবে মুর্শিদাবাদ জেলার নওদা ব্লকের এমনই একটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কথা বলা যায়। গত বছর ডিসেম্বরে এই কেন্দ্র প্রথম টিএল এম অঙ্কন হয়েছে। কিন্তু এখনও অক্ষর শিল্পীকে পারিশ্রমিক দেওয়া যায়নি ম্যানেজিং কমিটি (পঞ্চায়েত সদস্য) এবং পঞ্চায়েতের এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর সইয়ের গড়িমসিতে। গত মার্চে নওদার বিডিওকে লিখিত ভাবে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। অগত্যা নিজের বেতনের টাকা থেকেই কেন্দ্রের বিদ্যুৎ বিল-সহ স্কুলের দৈনন্দিন খরচ চালাতে হচ্ছে মুখ্য সহায়িকাকে। সুতরাং কম্পোজিট গ্রান্ট বা স্কুল অ্যাকাউন্টে যে কোনও খাতের টাকা ঢুকুক বা না ঢুকুক কিছু আসে যায় না। সম্মিলিত সহযোগিতা ছাড়া সে টাকা স্কুলের কাজে লাগে না।

শব্দবাণ-১২৩

১	■	২				
	■		■	■	■	■
	■	৩		৪		৫
	■		■		■	
৬					■	
■	■	■	■		■	
৭					■	

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. সমাজের আইনকানুন ৩. যে প্রকৃত মালিক নয় কিন্তু মালিক বলে উল্লিখিত ৬. অশ্রু ৭. এভার গ্রিন।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. সংবর্ধনা ২. অনুভব, বোধ ৪. কন্দর্প ৫. গুণবতী নারী।

সমাধান: শব্দবাণ-১২২

পাশাপাশি: ১. কোচল ২. দেউটি ৫. খালিত্য ৮. ফয়তা ৯. খবর।

উপর-নীচ: ১. কোটর ৩. টিকিট ৪. বালিশ ৬. বরফ ৭. নিস্তার।

জন্মদিন

আজকের দিন

জশপ্রীত বুমরাহ

১৯৪৫ *বিশিষ্ট চিত্র নির্দেশক শেখর কাপুরের জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রবীন্দ্র জাদেজার জন্মদিন।*
১৯৯৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জশপ্রীত বুমরাহর জন্মদিন।*

বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র তার ‘হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি’তেই প্রতীয়মান

স্বপনকুমার মণ্ডল

এ বছর বাংলাদেশের ৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের ফলে সাম্প্রতিক সে দেশে তীব্র অস্থিরতার মধ্যে মৌলবাদী শক্তির উত্থানে তার ঐতিহ্যবাহী ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটিই আজ হারাতে বসেছে। ইতিমধ্যেই সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দটি বাতিল না করার রায় দান করলেও তা নিয়ে এখনও আতঙ্ক জিইয়ে আছে। নিরন্তর ধর্মীয় সংঘাত ও আক্রমণে, মৌলবাদীদের নির্বিচারে সংখ্যালঘুদের প্রতি ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর মধ্যেই তা ভয়ঙ্করভাবে প্রকট হয়ে উঠছে। সেখানে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বাঙালির দীর্ঘদিনের লালিত সংস্কৃতিই আজ বিপন্নতার মুখে। অথচ বাঙালি সংস্কৃতি যে কোনও ধর্মীয় সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠেনি, ধর্মনিরপেক্ষতাই তার যে আসল বিশেষত্ব, সেকথা স্পষ্ট করে তুলে ধরছেন সম্প্রতি প্রয়াত বাংলাদেশের কৃতী সন্তান লণ্ডন প্রবাসী গবেষক ও লেখক গোলাম মুরশিদ (৮ এপ্রিল ১৯৪০-২২ আগস্ট ২০২৪)। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, সম্প্রতি বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পরিসরেই তাঁর প্রয়াণ ঘটে। বাংলা ও বাঙালির বিচিত্র বিষয় নিয়ে তাঁর আমৃত্যু গবেষণা আজ দুই বাংলার বাঙালির সম্পদে পরিণত হয়েছে। সর্বত্র তাঁর গবেষণার বিস্তার লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠেছে। গবেষণা ও লেখার সমন্বয়ে তাঁর বহুমুখী বিস্তারের মধ্যেও ঐক্যের সহাবস্থান ঘটেছে। আপাতভাবে তাঁর প্রকাশিত লেখার বিষয়আশয়ের বৈচিত্র প্রতীয়মান। সেখানে গোলাম মুরশিদের বিচিত্রবিহারী লেখকের বহুধাবিস্তৃত প্রকৃতিতে তাঁর গভীর অধ্যবসায় ও বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় মেলে। তিনি নিজেকে সেভাবেই তুলে ধরতেও চেয়েছেন। তাঁর বইয়ের লেখক-পরিচিতির মধ্যেও তা প্রকট হয়ে উঠেছে। সেখানে তাঁর লেখক-পরিচয়ে দিগন্তবিস্তারী প্রকৃতি সবুজ হয়ে ওঠে। বৈষ্ণব পদাবলি থেকে রবীন্দ্রনাথ, বাংলা গদ্য, নাটকের ইতিহাস থেকে নারী জাগরণের ইতিহাস, বাংলার সমাজ, সমাজ-সংস্কার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন, প্রায় সর্বত্রগামী বহুপ্রজ লেখকে তাঁর বিস্তার প্রকট হয়ে উঠেছে। যখন তাঁর অস্তিত্বের শিকড়ে টান পড়েছে বা কোনও বিষয়ে নিজেকে মেলে ধরার অবকাশ পেয়েছেন, তখনই তাতে লেখনীধারণ করেছেন। এজন্য মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ নিয়ে তিনি একের পর এক বই লিখেছেন। ‘যখন পলাতক মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি’(১৯৯৩), ‘উজান স্রোতে বাংলাদেশ’(২০০৩), ‘মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর একটি নির্দলীয় ইতিহাস’(২০১০) প্রভৃতি তার পরিচয় । অন্যদিকে গোলাম মুরশিদ বিলেতে বাঙালির ইতিহাস থেকে ইতালির রেনেসাঁ ও বাংলার রেনেসাঁ নিয়ে ‘রেনেসন্স বাংলার রেনেসন্স’ (২০১৫) বইও লিখেছেন। এ সবের মধ্যেও তাঁর বিষয়বৈচিত্র ও বহুধাব্যাপ্ত প্রকৃতি জেগে উঠলেও তাতেই তাঁর গবেষণার ঐক্যান্তিক প্রকৃতি বর্তমান। তাঁর গবেষণার বৈচিত্র ও ব্যাপ্তিই তাঁকে আরও বেশি লক্ষ্যভেদী পরিসরে পৌঁছে দিয়েছে। সেখানে বিচিত্র বিষয়ের ধারাই সমুদ্রগামী নদীর মিলনসাগরের মতো বৃহত্তর ও মহত্তর পরিসরে প্রবাহিত করেছে। গোলাম মুরশিদের ‘হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি’ (জানুয়ারি,২০০৬) বইটি তাঁর সেই গবেষণার ঐক্যান্তিক পরিণত ফসল । এই বইটিও বাঙালির ইতিহাসে তাঁর অবিস্মরণীয় সংযোজন।

বাঙালির ইতিহাসের অভাব নিয়ে স্বয়ং সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সেই ইতিহাসের অভাব বিশ শতকের প্রথমার্ধেও জারি ছিল। সেখানে বাঙালির পরিচয়ের সুলুকসন্ধানে তার ইতিহাসের স্বাদ বাংলার ইতিহাসে ফিরে দেখার আয়োজন ছিল দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো। সেই অভাব মেটাতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায়ের অমূল্য অবদান বাঙালির সঙ্গেই একাত্ম হয়ে গিয়েছে, বাঙালির ইতিহাস বললেই তাঁর নাম উঠে আসে। নীহাররঞ্জন রায়ের ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব’(১৩৫৬/১৯৪৯) সেই অভূতপূর্ব ও অবিস্মরণীয় বাঙালির ইতিহাসের বই। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বইটিই আজ বাঙালির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। সেখানে গোলাম মুরশিদের ‘হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি’র স্বতন্ত্র আবেদন কীভাবে প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে, তা নিয়ে তা বইটির নামকরণের মধ্যেই প্রতীয়মান। ইতিহাস আপনাতেই গড়ে ওঠে, সংস্কৃতিকে গড়ে উঠতে হয়। বাঙালির স্বতন্ত্র সংস্কৃতি তার অস্তিত্বের মূলেই গড়ে ওঠেনি, তা কালান্তরে ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। সেখানে গোলাম মুরশিদ অত্যন্ত সচেতন ভাবেই বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা করেছেন। ‘বেতারে একটি ধারাবাহিক অনুষ্ঠান করতে গিয়ে’ বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে বইয়ের অভাব থেকেই তাঁর বইটি লেখা। বাংলার খণ্ডিত ইতিহাস বা হিন্দু বা মুসলিম বাঙালির পক্ষপাতিত্বমূলক অপূর্ণ ইতিহাসকে পরিহার করে গোলাম মুরশিদ ধর্মীয় ভাবে নিরপেক্ষ বাঙালির ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। স্বরচিত দূরত্ব থেকেই তাঁর সেই লক্ষ্য সক্রিয়তা লাভ করে। বইটির ‘কৈফিয়ৎ ও কৃতজ্ঞতা’য় সেকথাও দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন ‘বরং আন্তরিকভাবে নিজেকে একজন আন্তর্জাতিক মানুষ বলে গণ্য করি। সে জন্যে সব সীমানার বাইরে থেকে একটি সমগ্র বাঙালির ইতিহাস লিখতে চেষ্টা করেছি। রাজনীতির ইতিহাস নয়, সংস্কৃতির ইতিহাস। বাঙালি সংস্কৃতির বিচিত্র দিকের কথা লেখার সময় তাদের সমন্বয়, ঐক্য এবং বাঙালিত্বের দিকে বিশেষ নজর রেখেছি।’ সেই ‘নজরে’ নীহাররঞ্জন রায়ের অবদান উপেক্ষিত হয়নি। বরং তাঁর ইতিহাসকেই গোড়াপত্তন ধরে গোলাম মুরশিদ তার ভিতেই পরে গড়ে ওঠা বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস লিখেছেন। ‘বইয়ের দেশ’ (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭)-এ সাক্ষাৎকারে তিনি সেকথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ‘দেখুন, বাঙালি সংস্কৃতি বাংলাভাষীদের সংস্কৃতি যতটা, বঙ্গভূমির সংস্কৃতি ততটা নয়। সে জন্যেই নীহাররঞ্জন রায়ের ‘বাঙ্গালঈর ইতিহাস’ যেখানে শেষ, বাঙালি সংস্কৃতির সূচনা সেখান থেকেই।’

বাঙালির অস্তিত্বে তার ভাষার স্বতন্ত্রতার বিষয়টি প্রথমেই চলে আসে । সেদিক থেকে সেই ভাষিক অস্তিত্বে বাঙালির পরিচয়ের উৎস সন্ধানে তার প্রাচীনত্ব সুদূরপ্রসারী হলেও তার সাংস্কৃতিক পরিচয় ‘আদৌ অতো পুরোনো নয়’। সে-বিষয়ে গোলাম মুরশিদ তাঁর ‘হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি’ বইটির ‘সূচনা’য় জানিয়েছেন ‘কারণ, বাংলা ভাষা দূরে থাক, তার জননীরও তখন জন্ম হয়নি। সত্য বলতে কি, বাংলা ভাষার বয়স এক হাজার বছরও হয়েছে কিনা, তাতেও সন্দেহ আছে। সন্দেহ আছে বলছি এই জন্যে যে, এক দিনেন — এমন কি এক শতাব্দীতে — একটা ভাষা তার বৈশিষ্ট্য অর্জন করে না। এ কথা মেনে নিলে নীহাররঞ্জন রায় যাকে বাঙ্গালীর ইতিহাস বলেছেন, তাকে বাঙালির ইতিহাস অথবা বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস বলা সঙ্গত নয়। কারণ, যখনকার ইতিহাস লিখেছেন, তখনও এই অঞ্চলের ভাষা তার বৈশিষ্ট্য লাভ করে রীতিমতো বাংলা হয়ে ওঠেনি। এমন কি, এই এলাকাও তখন এক অখণ্ড বঙ্গভূমিতে পরিণত হয়নি। সেক্ষেত্রে গোলাম মুরশিদের যুক্তি মেনে নিলে তাঁর বইয়ের নামকরণও যথাযথ হয়নি মনে হবে। কেননা যেখানে বাঙালির ভাষা বা বাংলার ‘অখণ্ড বঙ্গভূমি’ যদি হাজার বছরের পুরনো না হয়, তার গড়ে ওঠা সংস্কৃতি তো আরও পরের বিষয় মনে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নীহাররঞ্জন রায় তাঁর ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব’-এ বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাঙালির ‘মান-সংস্কৃতি’র ইতিহাস সবিস্তারে তুলে ধরে একাদশ অধ্যায়ে ‘সংস্কৃতি’ শিরোনামে গোটা অধ্যায়েই প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবনের বাঙালি সংস্কৃতিকে নিবিড় করে তুলেছেন। সেদিক থেকে গোলাম মুরশিদের বইটিকে প্রথম বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস বলা সমীচীন নয়। আর তাতে তাঁর গৌরবও হানি হয় না। কেননা তাঁর লক্ষ্যেই ছিল বাঙালির সমন্বয়িক সংস্কৃতির সামগ্রিক ইতিহাস রচনা। তাঁর আগে নীহাররঞ্জন রায় ছাড়াও অনেকেই কালখণ্ডে বা স্থানবিশেষে, ধর্মীয় পরিসরে অথবা কোনও বিষয়ভিত্তিক আধারে বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরেছেন। দীনেশ সেন, গোপাল হালদার, আশুতোষ ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, আহমদ শরীফ, আনিসুজ্জামান প্রমুখের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। সেখানে গোলাম মুরশিদের বাঙালি সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয় পূর্ণতাকামী ও আদ্যন্ত স্বতন্ত্র প্রকৃতির। যে সাংস্কৃতিক চেতনায় ধর্মনিরপেক্ষ ভেদাভেদহীন বাঙালিত্বের পরিচয় মেলে, গোলাম মুরশিদ তার প্রতিই বিশ্বস্ত থেকেছেন। হিন্দু বাঙালি বা মুসলিম বাঙালি নয়, সমগ্র বাঙালির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সংস্কৃতির ইতিহাসই ছিল তাঁর উপজীব্য।

অন্যদিকে বাঙালি সমাজের ধর্ম ও বর্ণের মতো বহুধাবিভক্ত অনৈক্য প্রকৃতি অত্যন্ত প্রকট। সেদিক থেকে বাঙালির অভিন্ন সমাজে উদারতার চেয়ে সংকীর্ণতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। গোলাম মুরশিদ এজন্য মাইকেল মধুসূদনের ধর্মান্তর হিন্দু সমাজ মেনে না নেওয়া বা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে মুসলিম সমাজের অমান্য বা অনেক হিন্দুদের অস্বীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সেখানে বাঙালির অখণ্ড সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরা দুরূহ। বিশেষ করে কোনও সমাজ-গোষ্ঠী বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে নিরপেক্ষ সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা করা দুঃসাধ্যপ্রায়, সে-বিষয়ে তাঁর আত্মসচেতন প্রকৃতি প্রথম থেকেই সচল ছিল । এ বিষয়ে ‘বইয়ের দেশ’-এর সাক্ষাৎকারে তাঁর সুদৃঢ় প্রত্যয় বেরিয়ে এসেছে ‘তা ছাড়া, এ সংস্কৃতি কেবল হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টানের মিলিত এবং একীভূত সংস্কৃতি। এসব ধর্মের সঙ্গে যিনি নিজেকে শনাক্ত করেন, তাঁর পক্ষে সেই মিলিত সংস্কৃতির ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয় — রমেশচন্দ্র মজুমদারের পক্ষেও নয়, মোহর আলির পক্ষেও নয়। আমার বিশ্বাস, আমি মোটামুটি নিরপেক্ষ বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস লিখেছি এবং এই সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছি।’

সেদিক থেকে সবকিছুর উর্ধ্বে উঠে সেই দুরূহ সমন্বয়িক সংস্কৃতির ইতিহাসকেই সাধারণের মতো করে তুলে ধরতে চেয়েছেন গোলাম মুরশিদ। বইটির সূচনাপত্রের পরের পৃষ্ঠাতেই তাঁর সেই সদিচ্ছা পূর্বাভাসের নির্দেশনা হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, ‘বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাহাদিগের নিমিত্তখ লিখিত হয় নাই।’ তাতে যে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয়কে সহজ ভাবে সহজ করে তুলে ধরাই যে গোলাম মুরশিদের লক্ষ্যে ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ‘হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি’ বই হয়ে প্রকাশের আগে বাংলাদেশের জনপ্রিয় দৈনিক ‘প্রথম আলো’তে ধারাবাহিক ভাবে প্রথম পাঁচটি অধ্যায় এবং পরে পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় আরও তিনটি অধ্যায় প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয়, বইটি রচনার কয়েকবছর আগে বেতারে বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে ধারাবাহিক অনুষ্ঠান করতে গিয়ে গোলাম মুরশিদের তা নিয়ে বইয়ের অভাব থেকেই তাঁর মনে বইটির পরিকল্পনা জেগে ওঠে। সেদিক থেকে সাধারণের দিকে লক্ষ্যে তাঁর তাত্ত্বিক আলোচনায় অনুপ্রবেশ না করে পাদটীকা সংযোজনে বিরত থেকে বা তথ্যভারাক্রান্ত না করে, উদ্ধৃতির বিড়ম্বনা না রেখে সূত্র নির্দেশের কন্টকাকীর্ণ পথে না হেঁটে যেভাবে তথ্য ও যুক্তির মেলবন্ধনে পাঠককে সহজ, সরল অথচ নিরাসক্ত ঋজু গদ্যে বাঙালি সংস্কৃতির পাঠ দেওয়ার প্রয়াস বর্তমান, তা আপনাতেই সমীহ আদায় করে নেয়।

গোলাম মুরশিদের বইটির সূচনা থেকেই বাঙালি সংস্কৃতির গড়ে ওঠা থেকে তার বিচিত্র আয়োজনের পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস বর্তমান। দ্বিতীয় অধ্যায়েই ‘ইন্দো-মুসলিম আমলে সংস্কৃতির রূপান্তর’ আলোচিত হয়েছে। বাঙালির গড়ে ওঠা সংস্কৃতিতে সমন্বয়িক রূপান্তর স্বাভাবিকতা লাভ করে। চতুর্থ অধ্যায়ে ‘পশ্চিমের অভিঘাতে বাঙালি সংস্কৃতি’, পঞ্চম অধ্যায়ে ‘বিশ শতকে বাঙালি সংস্কৃতি’ এবং সবশেষে চতুর্দশ অধ্যায়ে ‘বাঙালি সংস্কৃতির ও বাঙালির বৈশিষ্ট্য’ প্রভৃতির মধ্যে সেই রূপান্তরে কথা গ্রহণের আভিজাত্যে কী ভাবে বিস্তার লাভ করে,তা উঠে এসেছে। বাংলার সমাজ ও ধর্ম, প্রণয়, পরিণয়, পরিবার, ভাষা ও সাহিত্য, গান, নাটক ও সিনেমা, স্থাপত্য-চিত্রকলা-কারুকলা, পোশাক খাবার প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যায়গুলি সাজানো হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে ‘বাঙালি নারী ও বাঙালি সংস্কৃতি’ বিষয়টিতে বাঙালি নারীচেতনায় তার সংস্কৃতির চেতনার স্বতন্ত্র পরিচয় উঠে এসেছে। সেখানে পুরুষ শাসিত বৈষম্যপীড়িত সমাজে বাঙালি সংস্কৃতিতে নারীদের করুণ চিত্র যেমন উঠে এসেছে, তেমনই সেই সংস্কৃতিতে তাঁদের অবদানকেও আভিজাত্য প্রদান করা হয়েছে। গোলাম মুরশিদের এই নিরপেক্ষ অন্তর্দৃষ্টি নানাভাবেই প্রকাশমুখর। শুধু তাই নয়, সত্যকেই তিনি সুন্দর করে তুলেছেন। সেখানে তাঁর নিরাবেগ ও নিরাসক্ত প্রকৃতি বর্তমান। শুধু তাই নয়, গোলাম মুরশিদের নিরপেক্ষ দৃষ্টির পরিচয় সেখানে নানাভাবেই প্রকাশমুখর। অবশ্য সেক্ষেত্রে অপ্রিয় সত্য কথা যেভাবে উঠে এসেছে, তেমনই তার নির্মমতায় অনেক সত্য আত্মগোপনও করেছে। এই যেমন সাতচল্লিশের দেশভাগের ফলে বাঙালি মুসলিমদের সুবিধাবাদী অবস্থানের বিপরীতে স্বদেশে পরবাসী হয়ে ছিন্নমূল বাঙালি হিন্দুদের দেশান্তরের করুণ চিত্রের কথা বলতে গিয়ে একের শূন্যতায় অন্যের পূর্ণতার বিষয়টি অকপটে বলা হয়েছে। গোলাম মুরশিদের ভাষায় ‘মোট কথা, দেশবিভাগের ফলে সত্যি সত্যি কেউ যদি লাভবান হয়ে থাকেন, তা হলে তাঁরা হলেন বাঙালি মুসলমান। এক কথায় বললে, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বেকায়দায় পড়লেন, বিশেষ করে বেকায়দায় পড়লেন পূর্ববাংলায় শিক্ষিত এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। আর নিম্নবর্ণের হিন্দুদের অবস্থা যেমন ছিলো, তেমনই থেকে গেলো। কিন্তু রাজনীতির কারণে মুসলমানরা নিজেদের দেখতে পেলেন একটা দারুণ সুবিধাজনক অবস্থানে। ‘সেখানে প্রকারান্তরে গোলাম মুরশিদ বাঙালি মুসলমানদের স্বার্থে দেশভাগকে মেনে নিয়েছেন। অথচ তাতে যে বাঙালির সমন্বয়িক অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে যার জন্য আহমেদ শরীফ, হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জান ইলিয়াস প্রমুখ দেশভাগের সাম্প্রদায়িক ভাগবাঁটোয়ারায় দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারেননি। সেখানে বাঙালি হিন্দুদের অভাববোধে দেশের প্রত্যাশিত উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার কথা উঠে আসে। সেক্ষেত্রে দেশভাগের ফলে বাঙালি সংস্কৃতির বিপন্ন প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা জরুরি ছিল যা গোলাম মুরশিদ করেননি।

অবশ্য তিনি যেভাবে বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন, ইতিপূর্বে তারও পরিচয় নেই । জড়তাহীন বক্তব্যে বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসকে গোলাম মুরশিদ যেভাবে তুলে ধরেছেন, বিষয়ের আভিজাত্যেই নয়, উপস্থাপনার গুণেও একটি জরুরি মাইলফলক বই হয়ে থেকে যাবে। তাঁর আগের বিচিত্র বিষয়ের গবেষণার ধারাগুলি একাধারে এসে ‘হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি’কে পূর্ণতা দান করেছে। সেক্ষেত্রে তাঁর সুদীর্ঘকালের নিরলস গবেষণার ফসল হিসাবে বইটি যে তাঁর অনন্যসাধারণ গবেষণার অসাধারণ মনীষার ফসল, তা অনায়াসেই বলা যায় ।

লেখক: প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

এ কেমন মানবতা ?

সাহাদাত আলম

বিগত কয়েকদিন পূর্বে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী ১০ সদস্য রাষ্ট্র গাজায় অবিলম্বে ও নিঃশর্তে ইসরাইলের হামলা বন্ধের আহ্বান জানাতে এক প্রস্তাব তুলেছিল। অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির পাশাপাশি বর্তমানে গাজায় থাকা সব ইজরায়েলি জিম্মির মুক্তির দাবিও করা হয়েছিল প্রস্তাবটিতে। সেই প্রস্তাবকে নিরাপত্তা পরিষদের মোট ১৫টি সদস্যদেশের মধ্যে ১৪টি দেশ পক্ষে ভোট দিলেও কিন্তু আমেরিকা বিপক্ষে ভোট দেয়। ফলে আবারও আটকে গিয়েছে গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব। যেহুতু বাকি চারটি স্থায়ী সদস্যের মতো আমেরিকারও রয়েছে ভেটো ক্ষমতা।

তবে একেই কী বলে মানবধিকার, মানবতা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা? না, কখনোই একে মানবতা বলে মনে করি না। সাম্রাজ্যবাদী, ঔপনিবেশিকতাবাদী ও ধর্মীয় উগ্রবাদীদের চক্রান্তে বিশ্বজুড়ে ন্যায়বিচার, মানবতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা আজ বিপন্ন। এমনকি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠছে না বরং ভয়াবহ এক দাবানলে এক বালতি জল ঢালার ন্যায় ভূমিকা পালন করছে। অথচ এই সংস্থাটি নাকি বিশ্বব্যাপী শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাকে মূল লক্ষ্য বানিয়ে ১৯৪৫ সালে গড়ে ওঠে ছিল। যে বিশ্ব সংস্থাটি নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পৃথিবী থেকে যুদ্ধ, অনুন্নয়ন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন ঠেকার। কিন্তু অদ্য দেখা যাচ্ছে যারা প্রধানত এই সংস্থাটিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তারাই আজ যুদ্ধে লেগে পড়ে রয়েছে। এমনকি এর সূত্রপাতের সময়ই শুরু হয়েছিল দুই মহাশক্তিধরের ঠান্ডা লড়াই। বিশ্বকে এক করার বদলে তাকে বিভক্ত করে নিজেদের প্রভাব বলয়ে আনাই তাদের আসল লক্ষ্য বলেই মনে হচ্ছে।

এমনকি, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের লক্ষ্য হিসেবে প্রস্তাবনায় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠাকে চিহ্নিত করা হলেও বাস্তবে অতি শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বশান্তি রক্ষার নামে বিশ্বব্যাপী একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দুর্বল রাষ্ট্রগুলির ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালালেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। এছাড়াও, ক্ষুদ্র-বৃহৎ জাতিসমূহের মধ্যে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য বলে প্রস্তবনাতে বলা হয়েছে। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের হাতে ভেটো ক্ষমতা থাকায় এই লক্ষ্যটি কার্যক্ষেত্রে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। যার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত এই গত কয়েকদিন পূর্বের ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ১৪টি দেশের সম্মতি থাকলেও আমেরিকার নিষেধাজ্ঞতা দেখলাম। এমনকি দেখা যায়, বহু অধিবেশনে সেই পাঁচ দেশের

অনেকেই অনুপস্থিত থাকেন। গত বছর, ২০২৩ সালের কথাই ভাবুন। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পাঁচজনের একজন অনুপস্থিত ছিলেন। কারণ, তখন তিনি প্রতিবেশী এক দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় ব্যস্ত। আরও এক প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতির কারণ, এক রাজা তাঁর দেশে সফরে আসবেন, তাঁর দেখভাল করাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। বিশ্বনেতাদের জন্য কোনটা অগ্রাধিকার, এ থেকেই বোঝা যায়।

এমতাস্থায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কার্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতের পুতুলে পরিনত হয়েছে। বিশেষজ্ঞ সংস্থায় মার্কিন একাধিপত্য নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।মোদ্দকথায়, বর্তমানে একমেরুকেন্দ্রিক বিশ্বে নিরাপত্তা পরিষদ সম্পূর্ণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রাধীনে চলে গেছে। তাই, যেসব বিবাদে নিরাপত্তা পরিষদের পঞ্চপ্রধান, অর্থাৎ স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে, সেই সব ক্ষেত্রে এর সাফল্য অপেক্ষা ব্যর্থতাই অধিক পরিমাণে চোখে পড়ে।

অধিকন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্যগুলির বাস্তব রূপায়ণের জন্য যে সাতটি নীতি অনুসরণের কথা সনদে ঘোষিত হয়েছিল সেই সমগ্র নীতিই আজ লঙ্ঘিত। কিন্তু লঙ্ঘিত হওয়ার কারণ কী তা সেই সাতটি নীতিকে একবার লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। প্রথমত, সনদে বলা হয়েছে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব সদস্য-রাষ্টই সমান। দ্বিতীয়ত, সকল সদস্য সামগ্রিক কল্যাণসাধনের জন্য দায়দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকারে পালন করবে। তৃতীয়ত, শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের মীমাংসা করবে। চতুর্থ, পারস্পারিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কোনো রাষ্ট্রের ভৌগোলিক এলাকা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ভীতি প্রদর্শন বা বলপ্রয

পাকা বাড়ি সত্ত্বেও স্বামী ও প্রধানের ভাসুরের নাম আবাসের তালিকায়!

উপপ্রধানের বাবা ও দুই ভাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: তারকেশ্বরে প্রধান, উপপ্রধানের কেরামতি দেখে তাজ্জব সাধারণ মানুষ। নিজের পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী ও ভাসুরের নাম আবাসের তালিকায়! এখানেই শেষ নয়, ওই গ্রামেরই উপপ্রধানের বাবা ও দুই ভাইয়ের নামও রয়েছে আবাসের তালিকায়। আর সেই উপপ্রধানের বাড়ি দেখলে চোখ কপালে উঠবে। পেল্লাই দরজা পেরিয়ে ঢুকতে হয় সেই অট্টালিকায়।

শুধু আত্মীয় নয়, পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও প্রধান ও উপপ্রধান ঘনিষ্ঠ মোট ১৯ জন তৃণমূল নেতানেত্রীর নাম আবাসের তালিকায় দেখে তাজ্জব 'আবাস' প্রাপকরা। তারকেশ্বরের নাইটা মাল পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। ক্ষোভে ফুঁসছেন গ্রামের মানুষ। নাইটা মাল পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মামনি মাঝির স্বামী জয়ন্ত মাঝি এবং প্রধানের স্বামীর দাদা অর্থাৎ ভাসুর রবীন মাঝি নাম উঠেছে আবাসের তালিকায়। অভিযোগ, রবীন মাঝি দিব্যি বসবাস করছেন পাকাবাড়িতে। পাকা বাড়ি নয়, তার সামনে থাকা কুঁড়েঘর দেখিয়ে আবাস যোজনার সুবিধা পেয়েছেন। তা হলে মামনি কোথায় থাকেন? রবীন ও তাঁর স্ত্রীর বক্তব্য, মামনি তাঁদের বাড়িতে আশ্রিতা। আবার পাড়া-প্রতিবেশী এসে বলছে, ওটাই নাকি মামনি মাঝির বাড়ি।

উপপ্রধান শেখ মণিরুল ইসলামের দাবি, গ্রামের মাঠ পেরিয়ে তাঁর বাড়ির দিকে যেতে গেলে আটকে দেন দুই যুবক। প্রশ্ন করেন, কার পারমিশন নিয়ে এসেছেন? আগে বলুন কী ব্যাপার, তারপর বাড়ির ছবি তুলবেন। মণিরুলের বড়সড় বাড়ি রয়েছে, রয়েছে পেল্লাই দরজা। অথচ আবাস যোজনার তালিকায় নাম রয়েছেন তাঁর বাবা শেখ আবুল কাসেম, ভাই শেখ আবু সিদ্দিক ও দাদা শেখ রুবিয়েলের। যা দেখে চক্ষুচড়ক গাছ এলাকারই তৃণমূল নেতাদের। মণিরুলের বাবা বলছেন, ওটা তাঁরই বাড়ি। আবার উপপ্রধান ঘনিষ্ঠ লোকজন বলছেন, বাবা মণিরুলকে বাড়িটি লিখে দিয়েছেন। এখানে কোন বাড়ির মালিক কে, বোঝাই দায়।

এই পঞ্চায়েতের আবাস প্রাপকদের তালিকা সামনে আসতেই সরব হয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি নেতা গণেশ চক্রবর্তী বলেন, তৃণমূল দলটা দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছে। আবাস যোজনা পাইয়ে দেওয়ার নামে যেমন টাকা তুলেছে তৃণমূল, আবার সার্ভে করার সময়ও টাকা তুলেছে বলে অভিযোগ। পঞ্চায়েত প্রধান মামনি মাঝির কাছে এসবের কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি। তিনি নাকি এসবের কিছুই জানেন না!

তারকেশ্বরের বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায় জানান, তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তারা যদি প্রকৃত বাড়ি পাওয়ার উপযোগী হয় অবশ্যই তারা বাড়ি পাবে। পুরো বিষয়টি দলের উচ্চ নেতৃত্ব এবং মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনা হবে বলে জানান বিধায়ক।

শাসক নেতা অগ্নিমিত্রার নামে কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে অবরোধ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালকে উদ্দেশ্য করে তৃণমূল নেতা ভি শিবদাসন কুরুচিকর শব্দ ব্যবহার করেছেন বলে দাবি। তারই প্রতিবাদে পথ অবরোধ বিজেপির। বৃহস্পতিবার আসানসোল পুরনিগম সংলগ্ন জিটি রোডে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি নেতা কর্মীরা। তৃণমূল রাজ্য সম্পাদক ভি শিবদাসনের বিরুদ্ধে।

বিজেপি পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি বাপ্পা চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ মহিলা বিধায়কের নামে আপত্তিকর ও অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করেছেন এই তৃণমূল নেতা। ফেসবুক লাইভে আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়কের কর্মকাণ্ড নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি 'বাজে মাল' শব্দ ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। তার আরও অভিযোগ, ফিরহাদ হাকিম একই শব্দ ব্যবহার করেছিলেন সন্দেশখালির রেখা পাত্রকে নিয়ে। সেই শব্দ অগ্নিমিত্রাকে

নিয়ে ভি শিবদাসন ব্যবহার করেছেন। ওই তৃণমূল নেতা ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত প্রতিবাদ চলবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

এদিন ওই তৃণমূল নেতার ছবি পোড়ানো হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভি শিবদাশন বলেন তিনি কোনও ভুল করেননি। ওঁর বোঝার ভুল। ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, মাল শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহার হয়। সাধারণ কথা। শিবদাসন আরও বলেন, এই বিধায়ক এবং তাঁর দলের বিভিন্ন নেতা নেত্রীরা মুখ্যমন্ত্রীর সম্বন্ধে একাধিকবার কুরুচিকর মন্তব্য করেন তাদের দলের উচিত সেই দিকটা আগে বিবেচনা করা।

সীমান্তে বিপুল সোনা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বিএসএফের ৩২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের তৎপরতায় সোনা উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ সোনা। বিএসএফের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক ছটা নাগাদ মাজদিয়া থেকে কৃষ্ণনগরগামী বাসে কেউ সোনা নিয়ে উঠেছে খবর পেয়েই তারা কৃষ্ণগঞ্জ থানার ডাকাত গাড়ি মাঠে বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং শুরু করে এবং বাসে তল্লাশি চালায়। তল্লাশি চালিয়ে সোনা সহ একজন ব্যক্তিকে আটক করে। এই সোনার আনুমানিক ওজন ১ কেজি ১৯৯ গ্রাম। এই সোনার বাজার মূল্য ৯১ লাখ ৬৫ হাজার ৫০০ টাকা। ধৃত ব্যক্তির নাম সুভাষ চন্দ্র মণ্ডল। ধৃতের বাড়ি নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার মথুরাপুর গ্রামে। সীমান্তের ৩২ নম্বর ব্যাটেলিয়ন অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছে। বাংলাদেশের এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কী ভাবে সোনা পাচার হচ্ছে সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখছে বিএসএফ। পাশাপাশি এই পাচারকারীর সঙ্গে কে বা কারা জড়িত আছে সেটা নিয়েও তদন্ত শুরু করেছেন বিএসএফ আধিকারিকরা।

ভারত শান্তির জায়গা, দেশে ফিরতে আতঙ্ক, দাবি চিকিৎসায় আসা বাংলাদেশিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ভারতে অনেক নিরাপত্তা বেশি এবং শান্তির জায়গা। এখানে এসে কোনও অসুবিধা হয়নি। বরং দেশে ফিরতেই আতঙ্ক লাগছে। বাংলাদেশ থেকে যারা ভারতবর্ষে চিকিৎসা কিংবা অন্য কারণে আসা, বাংলাদেশিদের দাবি এমনটাই। নদীয়ার ভারত বাংলাদেশ গেদে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ফেরার সময় প্রতিক্রিয়া দিলেন একাধিক বাংলাদেশী। বাংলাদেশে চিন্ময়কৃষ্ণ দাস গ্রেপ্তার হওয়ার পরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। অভিযোগ ওঠে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অনৈতিক ভাবে আক্রমণ চলছে। এমনকি কোনও আইনজীবী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের হয়ে কোর্টে লড়তে রাজি হচ্ছে না। আতঙ্কে আছেন সকলে। এই পরিস্থিতির মধ্যেও বাংলাদেশের বহু নাগরিক ভারতের এসেছে কেউ চিকিৎসা করাতে কেউ আবার নিজের আত্মীয় বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফের তরফেও বাংলাদেশের এই ঘটনার পর বাড়তি নজরদারি এবং নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। তবে বাংলাদেশ থেকে যারা ভারতে ফিরছেন তাঁরা দাবি করেন, এখানে চিকিৎসা করাতে এসে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি তাদের।

কিংবা যারা আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন তাঁরাও জানাচ্ছেন, ভারতে নিরাপত্তা অনেক বেশি এবং শান্তির জায়গা। তবে দেশে ফিরতেই তাদের আতঙ্ক লাগছে।এদিন নদিয়ার গেদে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় দেখা গেল ওরা নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে বৈধ ভিসা এবং পাসপোর্ট সহ সমস্ত নথি যাচাই করে ভারত থেকে বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে সেই দেশের নাগরিকদের।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়
ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**শ্রী মনীষ আগরওয়াল (ঋণগ্রহীতা)**, পিতা সিউ কুমার আগরওয়াল, **ঠিকানা :** ১৭/১, জি টি রোড, তেলিনিপাড়া, পো এবং থানা : ভদ্রেশ্বর, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১২৫, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : চন্দননগর।**	০৯.০৩.২০২২ এবং ০৫.১২.২০২৪	২১,০০,৬৫০ টাকা (একুশ লাখ ছশো পঞ্চাশ টাকা) ০৯.০৩.২০২২ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ ১০.০৩.২০২২ থেকে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত আরও সুদ, চার্জ এবং ব্যয় বহন করে সম্মত হারে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত দোতলা ভবন পরিমাণ ১০ ছটাক ৪০ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত আরএস দাগ নং ২৫৮, এলআর দাগ নং ৪২৫, আরএস খতিয়ান নং ৩৬৯ এবং ৩৭১, মৌজা : পাইকপাড়া, জেএল নং ১১, হোল্ডিং নং ৮, চন্দ্রমোহন স্ট্রিট, জি টি রোড, থানা : ভদ্রেশ্বর, জেলা : হুগলি, ভদ্রেশ্বর পুরসভা অধীন, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-২১৫-২০১৯ সালের তারিখ ০৬.০২.২০১৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০২-২০১৯, পৃষ্ঠা ৫৩৭২ থেকে ৫৩৯১, ডিএসআর ২, হুগলি। **চৌহদ্দি : পূর্বে :** ৫ ফুট সাধারণ চলার পথ এবং কৃষ্ণ আগরওয়াল এবং রাম অবতার আগরওয়ালের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** মানুরি ব্যানার্জি এবং অন্যান্যর পুকুর, **উত্তরে :** সিউ কুমার আগরওয়ালের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** চন্দ্র প্রকাশ তিওয়ান এর সম্পত্তি।

তারিখ- ০৫.১২.২০২৪, স্থান- পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স স্ক্যানিয়া ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড (CIN : U15135WB2000PLC091228), ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ওয়েস্ট উইন্ড, ফ্ল্যাট নং - ১০সি, ব্লক নং - ০৬ রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০৮৪ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কটক অধিক্ষেত্র অধীন "ওড়িশা রাজ্যে" কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে ওড়িশা রাজ্যে পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
আবেদনকারীর পক্ষে
স্ক্যানিয়া ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড
উৎকর্ষ গাড়োদিয়া
(ডিরেক্টর)
তারিখ : ০৬.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা
ডিন-০০৬২৮৮০২

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স স্ক্যানিয়া বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U24239WB2005PTC104482), ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ওয়েস্ট উইন্ড, ফ্ল্যাট নং - ১০সি, ব্লক নং - ০৬ রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০৮৪ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য" থেকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কটক অধিক্ষেত্র অধীন "ওড়িশা রাজ্যে" কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে ওড়িশা রাজ্যে পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
আবেদনকারীর পক্ষে
লেক্সোড্রায়ার ট্রেডার্স প্রা. লি.
উৎকর্ষ গাড়োদিয়া
(ডিরেক্টর)
তারিখ : ০৬.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা
ডিন-০০৬২৮৮০২

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

পরিশিষ্ট - ৪
(রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১১.০৯.২০২৪ তারিখে ইস্যুকৃত দাবি নোটিশ অনুযায়ী** ঋণগ্রহীতা **শ্রী চিত্তরঞ্জন মন্ডল (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী বৃন্দাবন মন্ডল, ঠিকানা - ৬১/১, ভুবন মোহা রায় রোড, সারদা পার্ক, পো. বরিষা, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০০৮ এবং **শ্রীমতী অঞ্জলি মন্ডল (জামিনদাতা)** স্বামী শ্রী চিত্তরঞ্জন মন্ডল, ৬১/১, ভুবন মোহা রায় রোড, সারদা পার্ক, পো. বরিষা, থানা - ঠাকুরপুকুর, কলকাতা - ৭০০ ০০৮ লোন অ্যাকাউন্ট **বরিষা শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৬,৫১,৮৯৩.০০ টাকা** (ছয় লাখ একান্ন হাজার আটশ তিরানব্বই টাকা) **১০.০৯.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত, নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বরিষা শাখা** নিকট বকেয়া **৬,৫১,৮৯৩.০০ টাকা** (ছয় লাখ একান্ন হাজার আটশ তিরানব্বই টাকা) **১০.০৯.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বন্ধকদত্ত সম্পদ :

ক্রম নং, খাতা নং হাউস নং, সাইট নং	জমি/ভবনের সম্প্রসারিত অংশ	অবস্থান	চৌহদ্দি	দলিল নং	মালিকের নাম
সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : পূর্ব বড়িশা, তৌজি নং ৩৫১, জেএল নং ২৩, খতিয়ান নং ১৪০৯, দাগ নং ১৮৯ এবং ১৯০, প্রেমিসেস নং ৬১/১, ভুবন মোহন রায় রোড, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০০৮।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৪ কাঠা ১৫ ছটাক ৩৪ বর্গফুট (কমবেশি), এবং তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন, একতলা ৯০০ বর্গফুট এবং দোতলা ৪০০ বর্গফুট (আনুমানিক)।	উক্ত সম্পত্তি অবস্থিত কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২৩, প্রেমিসেস নং ৬১/১, ভুবন মোহন রায় রোড, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০০৮।	চৌহদ্দি : উত্তরে : শ্রী চ্যাটার্জির ভবন সম্পত্তি, দক্ষিণে : শ্রী প্রলয় রায়ের ভবন সম্পত্তি, পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া ভুবন মোহন রায় রোড, পশ্চিমে : এ সি হালদার এবং সি মন্ডলের সম্পত্তি।	দলিল নং ১-০৭৬২৫-১৯৯৩ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত -আর এ কলকাতা।	**মালিক চিত্তরঞ্জন মন্ডল**

তারিখ- ০৫.১২.২০২৪/ স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২৪.১২.২০২৪ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, খিদিরপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৬১,৫১,১৭৭.৮৫ টাকা (একষট্টি লাখ একান্ন হাজার একশ সাতাত্তর টাকা এবং পঁচাশি পয়সা) ১৫.০৭.২০২১** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স মতিলাল টেক্সটাইল (স্বত্বাধিকারী : শ্রী বিপদ বরণ সামন্ত)** ঠিকানা - আমগেছি, গোবিন্দপুর, রাধাবল্লভপুর, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১৬৩৬ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স মোতিলাল টেক্সটাইল স্বত্বাধিকারী : শ্রী বিপদ বরণ সামন্ত** ঠিকানা : আমগেছি, গোবিন্দপুর, রাধাবল্লভপুর, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬৩৬ **স্বত্বাধিকারী : শ্রী বিপদ বরণ সামন্ত** ঠিকানা : আমগেছি, গোবিন্দপুর, রাধাবল্লভপুর, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬৩৬, **জামিনদাতা (গণ) /বন্ধকদাতা(গণ) : শ্রী সঞ্জিত কুমার দাস,** পিতা আনন্দি চরণ দাস, **শ্রীমতি সুজাতা দাস,** স্বামী সঞ্জিত কুমার দাস, **উভয়ের ঠিকানা :** দিগন্তিকা, প্রেমিসেস নং ৩৪/১/৫, ফ্ল্যাট নং বি-২, তিনতলা, এন কে ঘোষাল রোড, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯১, থানা : কসবা, কলকাতা : ৭০০০৪২। খ) **খিদিরপুর শাখা**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ ১২০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া তিনতলায় এবং একটি কার পার্কিং স্পেস নং ২, একতলায় "দিগন্তিকা" ভবনে অবস্থিত কেএমসি ওয়ার্ড নং ৯১, প্রেমিসেস নং ৩৪/১/৫, এন কে ঘোষাল রোড, কলকাতা : ৭০০০৪২।	**৬১,৫১,১৭৭.৮৫ টাকা (একষট্টি লাখ একান্ন হাজার একশ সাতাত্তর টাকা এবং পঁচাশি পয়সা) ১৫.০৭.২০২১** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	ক) **৪৫,১৮,০০০.০০ টাকা (*)** (পঁয়তাল্লিশ লাখ আঠার হাজার টাকা) খ) **৪,৫১,৮০০.০০ টাকা** (চার লাখ একান্ন হাজার আটশ টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB6534923519A

ডাকাতি করে পালানোর সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমাবাজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা ও হুগলি: পূর্ব বর্ধমানের কালনার হিজুলি গ্রামে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটে বুধবার সন্ধ্যায়। ডাকাতি করে পালিয়ে যাওয়ার সময় দুষ্কৃতীরা হুগলির মগড়া এলাকায় পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমাবাজি করে। আহতও হয়েছেন পুলিশকর্মী। কিন্তু রণে না হেরে বরং শেষ পর্যন্ত নার্ভ ধরে রেখে ডাকাতের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছে পুলিস। এমনকি সেতু থেকে নীচে পড়ে গিয়েও দুষ্কৃতীকে ছাড়েনি পুলিস। নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই চালিয়ে গিয়েছে মারমুখী খ তরনক দুষ্কৃতীর সঙ্গে! রুদ্ধশ্বাস লড়াই হুগলির ত্রিবেণীতে। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয় দুই দুষ্কৃতী। পলাতক দুই ডাকাতের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি।

জানা গিয়েছে, বুধবার সন্ধ্যায় কালনা থানার অন্তর্গত হিজুলি এলাকায় সুভাষ ধর নামের এক ব্যক্তির বাড়ি ঢুকে বাড়ির সদস্যদের মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে, আবার কাউকে গলায় ধারালো অস্ত্র ধরে ডাকাতি করে একদল দুষ্কৃতী। রাতে বাড়িরই মেয়ের এক বছরের এক শিশুকন্যা কেঁদে ওঠায় তাকেও কাটারি দিয়ে কেটে ফেলার হুমকি দেয় দুষ্কৃতীরা। এমনকি ঘটনার খবর পেয়ে এক সিভিক ভলেন্টিয়ার ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাঁকেও একটি ঘরে আটকে রাখে দুষ্কৃতীরা। এর পর প্রায় ১. ৫ লক্ষ টাকা ও ৫ থেকে ৭ ভরি সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। ঘটনা জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় কালনার হিজুলি এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালেও আতঙ্ক ভুলতে পারছিলেন না পরিবারের কেউ।

জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে সুভাষ ধরের প্রতিবেশী চীনা মণ্ডল এবং তাঁর স্ত্রীর গলায় ধারালো অস্ত্র এবং আগ্নেয়াস্ত্র ধরে সুভাষ ধরের বাড়িতে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। মাথায় টুপি পরা এবং মুখে কাপড় জড়ানো দু'টি বাইকে করে চারজন দুষ্কৃতী এসেছিল বলে জানা গিয়েছে। এরপরই পরিবারের একে একে সমস্ত সদস্যদের একটি ঘরে বন্দি করে, তাদের হাত থেকে মোবাইল ফোনগুলি কেড়ে নেয় দুষ্কৃতীরা। এমনকি চিৎকার করলে সকলকেই খুন করে ফেলা হবে বলেও হুমকি দেয় ডাকাত দল।

পরবর্তী সময়ে সিভিক ভলেন্টিয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাঁকেও বন্দি করে ফেলে ওই ডাকাত দল। এরপরই সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয় মোটর বাইকে করে আসা দুষ্কৃতীরা। পরবর্তী সময় মগরা থানার পুলিশের চলা নাকা চেকিং পার করার সময় পুলিশের গাড়িতেও বোমা মারে তারা। যদিও পরে মগড়া থানার পুলিশ ধাওয়া করে দুই দুষ্কৃতীকে ধরে ফেললেও বাকিরা পালিয়ে যায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ পূর্ব বর্ধমানের কালনার দিক থেকে সটিকেকে রোড দিয়ে দু'টি বাইক নিয়ে পালাচ্ছিল চার দুষ্কৃতী। একদল দুষ্কৃতী ডাকাতি করে পালাচ্ছে খবর পেয়ে হুগলির মগরা থানার পুলিশ পালপাড়ার কাছে নাকা তল্লাশি করছিল। সেসময়ে নম্বর প্লেটহীন দু'টি বাইকে চার দুষ্কৃতী কল্যাণী ব্রিজের দিকে যাচ্ছিল। পুলিশ গাড়ি দাঁড় করাতে গেলে দুষ্কৃতীরা দ্রুত গতিতে বাইক নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। দুষ্কৃতীদের পিছু ধাওয়া করে পুলিশ। বিটিপিস টাউনশিপ গেটে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে দুষ্কৃতীরা। আরটিমোবাইল ভ্যান থেকে অন্য পুলিশদের সতর্ক করে দেওয়া হয়। কালীতলা ব্রিজের কাছে রাস্তা আটকানো হয়।

ব্রিজের ওপর বিপরীত দিক থেকে একটা গাড়ি সামনে এসে যাওয়ায় বাইক নিয়ে রেলিং এ ধাক্কা মারে দুষ্কৃতীরা। পিছনে চলে আসে পুলিশের ভ্যান। দুষ্কৃতীদের কাছে ছিল ব্যাগ ভর্তি বোমা। সেই ব্যাগ ছুড়ে মারে গাড়ির সামনে। পুলিশের গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। দু'জন পুলিশকর্মী আহত হন। সাব ইনস্পেক্টর আকাশ দাস গাড়ি থেকে নেমে এক দুষ্কৃতীকে ধরে ফেলে। ধ্বস্তাধস্তিতে ব্রিজের নীচে পড়ে যায়। তবু দুষ্কৃতীকে ধরে রাখে। পরে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত একজনের কাছ থেকে একটি ওয়ান শাটার উদ্ধার হয়।

হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন বলেন, দুটো বাইকে দুষ্কৃতীরা যাচ্ছিল। নাকা চেকিংয়ের সময় পুলিশের গাড়িতে বোমা মেরেছে। পুলিশ সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করেছে। দু'টি বাইক উদ্ধার হয়েছে। প্রথমে একজনকে ধরা হয়েছিল পরে আরও একজনকে ধরা হয়। একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। বাকি দু'জনের খোঁজে তল্লাশি চলছে। দুষ্কৃতীরা কালনার দিক থেকে এসেছিল। পুলিশের কারও ক্ষতি না হলেও গাড়ির ক্ষতি হয়েছে। প্রায় তিন থেকে চারটি বোমা মারা হয়েছে। ধৃত দু'জনকে আদালতে পেশ করে পুলিশ।

ছ'বছরের শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে ধোঁয়াশা, ডাকাতির তত্ত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির চন্দননগরের কুন্ডুঘাট এলাকার বাসিন্দা নবকুমার বিশ্বাস ও তনুশ্রী বিশ্বাসের ছ'বছরের ছেলে নিখিলের মৃত্যু ঘিরে ধোঁয়াশা। অস্বাভাবিক মৃত্যু বলেই জানিয়েছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, বাইরে গিয়েছিলেন মা ও দিদি। বাড়িতে একা বসে কার্টুন দেখছিল ছ'বছরের শিশু। ফিরে এসে মা দেখেন, ছেলে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। গায়ে কম্বল ঢাকা। এই দেখে মা চলে যান অন্য ঘরে। কিছুক্ষণ পর ফেরে দিদি। ভাইয়ের কাছে গিয়ে দেখে, ভাই বমি করে ফেলেছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখে হাত-পা ঠাণ্ডা। কোনও জ্ঞান নেই। ছুটে আসেন মা।

জানা গিয়েছে, নবকুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাম্প অপারেটর। সকালে তিনি কাজে বেরিয়ে যান। দুপুরে বাড়িতে ছেলেকে একা রেখে কিছু সময়ের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন মা তনুশ্রী। তাঁদের মেয়ে স্কুলে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল। অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকতে দেখে তড়িঘড়ি তনুশ্রী তাঁর স্বামীকে খবর দেন। চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন শিশুর মৃত্যু হয়েছে অনেক আগেই।

খবর পেয়ে চন্দননগর থানার পুলিশ হাসপাতালে যায়। পরে বাড়িতে গিয়ে শিশুর বাবা মায়ের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ। শিশুর মা বলেন, 'ছেলে কার্টুন দেখছিল। পরে মেয়ে এসে দেখে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। ভাইকে ডাকতে গিয়ে দেখে বমি করে ফেলেছে।' নবকুমার বলেন, 'ছেলের কোনও অসুস্থতা ছিল না। কী করে এমন হল বুঝতে পারছি না।'

পুলিশ জানিয়েছে, অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে শিশুর। মৃত শিশুর শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। শিশুর মৃত্যুতে রহস্য দানা বেঁধেছে। ঘটনায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর মোড়। পরিবারের দাবি, ডাকাত পড়েছিল বাড়িতে। আলমারি থেকে খোয়া গিয়েছে নগদ টাকা, সোনা-গয়না। পরিবারের দাবি, ডাকাতির প্রমাণ মুছে ফেলতেই ছোট্ট নিখিলকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে।

আকস্মিকতার ঘোর কাটিয়ে ওঠার পর তাঁরা দেখেন, বাড়ির আলমারির চাবি ঝুলছে। প্রথমে বিষয়টি দেখতে পেরেছিলেন নবকুমারই। তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন, আলমারি তাঁরা কেউই খোলেননি। আলমারি খুলে নবকুমার দেখেন, লকারে চল্লিশ হাজার টাকা কিছু গয়না ছিল, সেগুলো কিছুই নেই। পুলিশে এই মর্মেই অভিযোগ জানিয়েছেন শিশুর বাবা। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে দেখেছে, ছ'বছরের নিখিলের গায়ে একটিও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। কেবল দেহ কম্বল দিয়ে ঢাকা ছিল, দৃশ্যত যেন ঘুমোচ্ছিল। সেক্ষেত্রে শ্বাসরোধ করে খুনের সম্ভাবনাই দেখছে পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। নিখিলের মা বললেন, 'ভুল আমারই, আমি ঘরের হ্যাজবল্টটা বাইরে দিয়ে টেনে যায়নি। ফিরে এসে দেখি কম্বল মুড়ি দেওয়া ছিল। তারপর দেখে হাতপা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে।'

চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকার নেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার নাম সফিউল্লাহ খান। বাড়ি আরামবাগ মহকুমার গোঘাট দুই নম্বর ব্লকের সুন্দরপুর এলাকায়। অভিযোগ আইসিডিএস সেন্টার চাকরি দেওয়ার নাম করে গোঘাট দুই নম্বর ব্লকের পশ্চিমপাড়া অঞ্চলের সুন্দরপুর গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য তথা দাপুটে তৃণমূল নেতা সফিউল্লাহ খান মহিলাদের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা নেন। কিন্তু চাকরি করে দিতে পারেনি। তবে মহিলারা টাকা ফেরত চাইতে গেলে তাদের বেধরড় মারধর করা হয়। প্রসঙ্গত, বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় চাকরি চুরি নিয়ে লাগাতার অভিযোগ আসছে। এরই মধ্যে গোঘাটে চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠল। যদি দাবি মতো চাকরি না হওয়ায় ওই চাকরিপ্রার্থীর মাকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। জানা গেছে, সুন্দরপুরের বাসিন্দা ফতেমা বিবির ছেলে মইদুল আলি খান দু'বছর আগে স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত সদস্য সফিউল্লাহ খানকে তিন লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। তিনি চাকরি দেবেন বলে মইদুলকে প্রতিশ্রুতি দেন। এদিকে চাকরি না হওয়ায় তাঁকে টাকা ফেরত চাইছিলেন। কিন্তু তিনি কোনওভাবেই দিচ্ছিলেন না বলে অভিযোগ। এদিন দুপুরে ফতেমা বিবি ওই নেতাকে টাকা চাইতে যান। এরপরই তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাঁকে উদ্ধার করে কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন থাকেন। তারপর অবস্থার অবনতি হলে আরামবাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জখম ফাতেমা বিবির নাতি ফয়েজ খান বলেন, কাকার চাকরির জন্য ওই নেতা টাকা নিয়েছিলেন। আরও অনেকের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন। বিষয়টি পুলিশকেও জানানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। যদিও ওই বিষয়ে জানতে তৃণমূল নেতাকে বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। গোঘাট দুই নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন দিগার বলেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে ওই তৃণমূল নেতাকে দলীয়ভাবে শোকজ ও বরখাস্ত করা হবে। বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, এটা নতুন কিছু ব্যাপার নয়। তৃণমূল নেতা মানেই চোর।

চাকরির নামে প্রতারণার অভিযোগে দম্পতিকে পুলিশে ধরাল প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্বস্থলী: পূর্ব বর্ধমানের কালনা মহকুমার জাহান্নগর পঞ্চায়েত এলাকায় সার্ভে করার জন্য চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগে জাহান্নগর পঞ্চায়েতের প্রধান বীরভূম জেলা থেকে আসা দম্পতিকে ধরে নাদনঘাট থানার পুলিশের হাতে তুলে দিল বৃহস্পতিবার। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় জাহান্নগর এলাকায়। অভিযোগ, এলাকার সার্ভে করার কাজ, প্রথমে ক্যাজুয়াল পরে স্থায়ী, বেতন ন' হাজার টাকা। এই বলে পূর্বস্থলীর জাহান্নাগর পঞ্চায়েতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ৩৩০০ টাকা করে নেওয়ার অভিযোগ বীরভূমের এক দম্পতির বিরুদ্ধে। পরে সন্দেহ হওয়াতে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন পঞ্চায়েতের প্রধান।

রিয়া বৈরাগ্য নামের মাধাইপুরের এক বাসিন্দা জানান, তাঁকেও সার্ভের চাকরি দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু তাদের গতিবিধি দেখে সন্দেহ হওয়ায় জাহান্নগর পঞ্চায়েতের প্রধানকে ফোন করে তিনি জানালে এরপরে ওই দু'জনকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন পঞ্চায়েতের কর্মীরা। পরবর্তী সময়ে বৃহস্পতিবার তাদের তুলে দেওয়া হয় নাদনঘাট থানার পুলিশের হাতে।

আবাসের টাকা নিয়ে ঘর না করলে এফআইআর, হুঁশিয়ারি পঞ্চায়েত প্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: আবাসের টাকা নিয়ে ঘর না করলে এফআইআর করা হবে ওই উপভোক্তার বিরুদ্ধে। সাফ জানিয়ে দিলেন ভেদিয়ার পঞ্চায়েত প্রধান অলিউল মণ্ডল। বৃহস্পতিবার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনই জানান প্রধান।

রাজ্য সরকার আগেই ঘোষণা করেছিল, সেই পথেই হাঁটতে চলেছে পঞ্চায়েত। উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ ব্লকের ভেদিয়া পঞ্চায়েত প্রধানের হুঁশিয়ারিতে আবাস যোজনার টাকা নিয়ে তা আত্মসাৎ করার প্রবণতা বন্ধ হবে বলে অনেকেই মনে করছেন। আবাস যোজনা টাকা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ আগেই উঠেছে। সেই দুর্নীতি রোধে রাজ্য সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছে। প্রয়োজন হলে উপভোক্তার বিরুদ্ধে মামলাও করা যেতে পারে। সুন্দরবন লাগোয়া হাসনাবাদ ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকা থেকে আবাস যোজনার টাকা নিয়ে ঘর না করার বেশ কিছু অভিযোগ উঠেছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্লক প্রশাসন সেই সব অভিযোগের তদন্ত করে সত্যতাও পেয়েছে। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে আবাস যোজনার টাকা সঠিকভাবে খরচ করার জন্য পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপরেও বহু উপভোক্তা আবাসের টাকা পেয়েও ঘর করেননি বলে অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত প্রধান অলিউল মণ্ডল ভেদিয়ায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে আবাস যোজনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আবাস যোজনায় ঘরের তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁরা অবশ্যই সরকারি টাকা পাবেন। ওই টাকা পেতে কাউকে কোনও রকম কাটমানি দেবেন না। যদি কোনও পঞ্চায়েত সদস্য বা নেতা টাকার দাবি করেন, আপনারা এক টাকাও দেবেন না। আমার কাছে আসবেন। আবাস যোজনার টাকা, আমি আপনাদের পাওয়ার ব্যবস্থা করব।'

তারপরই পঞ্চায়েত প্রধানের সংযোজন, 'তবে আরও একটা ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করে দিচ্ছি। গৃহহীন পরিবারকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়* ঘর করার জন্য টাকা দিচ্ছে। সেই টাকা পেয়ে যদি কেউ ঘর না করেন, তাঁর বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করা হবে।' *প্রধানের হুঁশিয়ারি নিয়ে দু'রকম বিতর্ক শুরু হয়েছে। বসিরহাটের তৃণমূল নেতা কৌশিক দত্ত বলেন, আবাসের টাকা নিয়ে ঘর না করলে শাস্তির কথা রাজ্য সরকার আগেই ঘোষণা করেছে। ভেদিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান সেই স্বচ্ছতার কথাই বলেছেন। বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি পলাশ সরকার বলেন, 'কেন্দ্রের আবাস যোজনাকে নিয়ে তৃণমূল নেতারা অনেক দুর্নীতি করেছেন। পঞ্চায়েত প্রধান স্বচ্ছতার কথা বলে আসলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা করছেন।'

পুনর্বাসনের দাবিতে কোলিয়ারি ছেড়ে পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অণ্ডাল থানার অন্তর্গত ইসিএলের মধুজোর কোলিয়ারির ৫/৬ নম্বর পিট এলাকার প্রায় ৮০টি পরিবার এখন চরম সমস্যায়। এই এলাকার পরিবারগুলি দীর্ঘ ৩০ থেকে ৩৫ বছর ধরে ইসিএলের পরিত্যক্ত আবাসনে বাস করে আসছেন। যদিও এই আবাসনগুলিতে বসবাসকারীরা কেউই কর্মী নন বলে জানান।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এই আবাসনগুলিতে তাঁরা প্রায় ৩০ থেকে ৪০ বছর ধরে বসবাস করে আসছেন। বর্তমানে কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ আবাসনগুলি খালি করার নোটিশ দেওয়ায় বিপাকে পড়েছেন তাঁরা। বিভিন্ন আধিকারিকের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও কাজ হচ্ছে না বলেই বৃহস্পতিবার অণ্ডালের দক্ষিণখণ্ড পঞ্চায়েতের প্রধানের হাতে আবেদনপত্র তুলে দেন।

স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় মণ্ডল, বুলু রায় ও শম্পা রুইদাস রা জানান, হঠাৎ করে তাদের ঘর ছাড়তে বললে কোথায় যাবেন তাঁরা? কেননা এই এলাকায় তাঁরা দীর্ঘ ৩০ থেকে ৩৫ বছর ধরে বসবাস করে আসছেন, ৪০ থেকে ৪৫ বছরের বেশি ধরে এই এলাকায় রয়েছেন বলে জানান। কিন্তু হঠাৎ করে কর্তৃপক্ষ তাদের এই ঘরগুলি ছাড়ার জন্য নোটিশ জারি করায় বিপাকে পড়েছেন তাঁরা।

তাঁদের দাবি,অন্যত্র কোথাও পুনর্বাসন না দিলে জায়গা ছাড়বেন না প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না হলে এই আন্দোলনের জন্য মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত তাঁরা। বিভিন্ন দপ্তরে আবেদন করেও কাজে না হওয়ায় তাই পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছে অনুরোধ নিয়ে হাজির স্থানীয়রা। দক্ষিণখণ্ড পঞ্চায়েত প্রধান অনন্ত ঘোষ অনুরোধপত্র হাতে নিয়ে জানান, ইসিএল এলাকার ব্যাপার পঞ্চায়েতের অধীনে পড়ে না তবুও স্থানীয় মানুষদের মুখ চেয়ে তাঁরা ইসিএলের কাছে আবেদন জানাবেন যাতে করে মানুষগুলির নির্দিষ্ট বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়।

'নারী কবজ' নামে নতুন একটি প্রকল্প চালু করল বারাসাত পুলিশ জেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: মহিলা পুলিশ কর্মীদের ক্যান্সার সুরক্ষায় 'নারী কবজ ' নামে নতুন একটি প্রকল্প চালু করল বারাসাত পুলিশ জেলা। বৃহস্পতিবার মধ্যমগ্রামের দোলতলা পুলিশ লাইনে এই নতুন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়খড়িয়া। ক্যান্সার পরীক্ষায় সহযোগিতায় রয়েছে টাটা মেডিকেল সেন্টারের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা।

বারাসত পুলিশ জেলার অধীনে রয়েছে ৮ টি থানা এবং কয়েকটি পুলিশ ফাঁড়ি। এই জেলায় ৩৫০ এর বেশি মহিলা পুলিশ কর্মী রয়েছে। সংসার সামলে বিভিন্ন থানা এলাকায় আইন রক্ষার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে তাদের। আরজি করের ঘটনার পর মহিলা সুরক্ষার ক্ষেত্রে পুলিশের উইমেন সেল ২৪ ঘণ্টা স্কুটি এবং সাইকেল নিয়ে এলাকায় ঘুরেছেন। এছাড়াও পিঙ্ক মোবাইল ভ্যানেও মহিলা পুলিশ কর্মীরা রয়েছেন নারী সুরক্ষায়। ঘরে, বাইরে ডিউটি করতেই অনেক ক্ষেত্রেই মহিলা পুলিশ কর্মীরা নিজেদের শারীরিক পরীক্ষা করাতে সময় পান না। অথচ মহিলারা অনেক ক্ষেত্রেই ব্রেস্ট, জরায়ু সহ দেহের অন্যান্য অংশে ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। মূলত দুরারোগ্য ক্যান্সারের কথা মাথায় রেখেই মহিলা পুলিশ কর্মীদের ক্যান্সার সুরক্ষায় 'নারী কবজ ' প্রকল্প চালু করল বারাসত পুলিশ জেলা।

এই প্রসঙ্গে পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাঁড়খড়িয়া বলেন, এদিনের পর থেকে প্রতি শনি, রবিবার এবং ছুটির দিনে মহিলা পুলিশ কর্মীরা এই ধরনের পরীক্ষা করাতে পারবেন দোলতলায়। পরীক্ষায় কারোর ক্যান্সার ধরা পড়লে রাজ্য সরকারের হেলথ স্কিমে চিকিৎসার সুবিধাও পাবেন। টাটা মেডিক্যাল সেন্টারের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা পরীক্ষা করাবেন।

প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে এবারে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: উচ্চমাধ্যমিকে প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে এবারে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করল পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। বিগত দিনে যেখানে পরীক্ষা শুরুর আগেই প্রশ্নপত্র পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেন্যু সুপার ভাইজারের ঘরে খোলা হত। কিন্তু এবার থেকে সেই প্রশ্নপত্র একেবারে পরীক্ষা শুরুর মুহূর্তে পরীক্ষা হলে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে খোলা হবে। সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি ভেন্যুতে থাকছে মেটাল ডিরেক্টরের ব্যবস্থা। একই সঙ্গে প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে বারকোড, সিরিয়াল নম্বর, কিউ আর কোড সহ একাধিক সিকিউরিটি ফিচার যুক্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদায় এসে সাংবাদিকদের এমনটাই জানালেন পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। এদিন মালদা টাউন হলে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা জেলা শিক্ষা দপ্তরের কর্মী আধিকারিকদের উপস্থিতিতেই একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শিক্ষা দপ্তরে জানা গিয়েছে, ২০২৫ ৩ মার্চ থেকে শুরু হবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। চলবে ১৮ মার্চ পর্যন্ত। সুষ্ঠুভাবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পন্ন করতে এদিন মালদা টাউন হলে এই প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। জেলা প্রশাসনের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয় এই প্রস্তুতি সভা থেকে।

'দিদিকে বল' ফোন করে ৭১ এর প্রবীণ বাংলা আবাস যোজনা ঘর পেলেন!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: 'দিদিকে বল' ফোন করে ৭১ এর প্রবীণ বিমল গাইন বাংলা আবাস যোজনার ঘর পেলেন। ঘর পেয়ে রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানালেন বৃদ্ধ। আবাস যোজনায় যোগ্য উপভোক্তারা যাতে ঘর পান তার জন্য কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। বিক্ষিপ্ত কিছু বিক্ষোভ প্রতিবাদ হলেও মমতা সরকার যে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছে তার নজির মিলল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া ব্লকের মিলনী নয়াবস্তিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মেদিয়া গ্রামে। তালিকায় নাম কাটা যাওয়ার পরেও যোগ্য উপভোক্তা হলে তিনি যে ঘর পান তার প্রকৃত উদাহরণ ৭১ বছরের প্রবীণ বিমল গাইন। তিনি অটোর স্টার্টার, স্ত্রী ৫১ এর অসীমা গাইন। স্বামী স্ত্রী দুইজনে টালির ঘরে থাকেন। ২০১৮ সালে আবাস যোজনার ঘরের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করেছিলেন বিমল বাবু। সরকারি আধিকারিক আশা কর্মীরা সার্ভে করার পর নামের লিস্ট থেকে বাদ যায় বছর দুয়েক আগে। বিষয়টি জানার পর 'দিদিকে বল' ফোন করে বিষয়টি জানান। তার থেকে নথি চেয়ে নেওয়া হয়। সব দেখে যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে তার নাম আবার নথিভুক্ত হয়। আবাস যোজনার ঘর পেয়ে বেজায় খুশি বাদুড়িয়ার ওই দম্পতি। তিনি জানান আমি লিস্টে নাম নথিভুক্ত করেছিলাম জিও ট্যাগে আমার নাম কাটা গিয়েছিল। তারপর আমি দিদিকে বল নম্বরে ফোন করি। ঘর পেয়েছি খুশি ধন্যবাদ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানকে।

বাংলাদেশের রোগী বয়কটের ডাক দুর্গাপুরের বেসরকারি হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: কলকাতার পরে বাংলাদেশের রোগী বয়কটের তালিকায় সংযোজন হল দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালও। হাসপাতালের কর্ণধার পঙ্কজ মুখোপাধ্যায় জানান, বাংলাদেশের হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার, ইসকনের ওপর হামলা, সেখানকার হিন্দুদের নির্যাতন, ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননার প্রতিবাদে তাঁদের এই সিদ্ধান্ত। কলকাতার একাধিক বেসরকারি হাসপাতাল ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের রোগী বয়কটের ডাক দিয়েছে। এবার সেই তালিকায় যোগ হল দুর্গাপুরের এই হাসপাতালটিও।

পঙ্কজ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দুদের ওপর যে ভাবে নির্মম অত্যাচার করা হচ্ছে, সঙ্গে ভারতের জাতীয় পতাকাকে অবমাননা করা হয়েছে। তাই আমরা প্রতিবাদ হিসাবে বাংলাদেশের রোগী বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' হাসপাতালের তরফে বিষয়টি বাংলাদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্টকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই প্রতিবাদ চলবে বলেও তিনি জানান।

গ্যাস ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমডাঙা: আমডাঙার উলুডাঙায় জাতীয় সড়কের ধরে গ্যাস ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন। পরপর সিলিন্ডার বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণ সিলিন্ডার উড়ে পাশের বাড়িতে গিয়ে পড়ছে। ঘটনাস্থলে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। ফ্যাক্টরি বেআইনি বলেই অভিযোগ স্থানীয়দের। একের পর এক সিলিন্ডার বিস্ফোরণ এর ঘটনায় মানুষ আতঙ্কিত হয়ে বাড়ি ছেড়ে মাঠে আশ্রয় নেয়। গ্যাস গোডাউনে আগুন লাগায় এবং তা পরপর বিস্ফোরণ ঘটায় আগুন নেভাতে সমস্যা হয় দমকল বা পুলিশের। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ এলাকাবাসীর, পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় তারা। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় আগুন নেভায়। এলাকার মানুষের দাবি

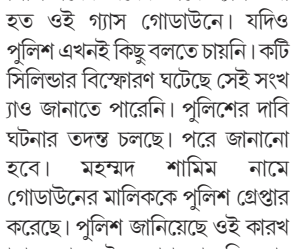

৮-১০ টি সিলিন্ডার বাস্ট করেছে। কোনও হতাহতের খবর নেই। এলাকার মানুষের দাবি ডোমেস্টিক সিলিন্ডার থেকে কমারশিয়াল সিলিন্ডারের অবৈধ ভাবে গ্যাস ভরা হত ওই গ্যাস গোডাউনে। যদিও পুলিশ এখনই কিছু বলতে চায়নি। কটি সিলিন্ডার বিস্ফ

রাজধানীর বাতাসে কিছুটা কমেছে বিষ

সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণবিধি শিথিলের অনুমতি

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর: দিল্লির বাতাসের গুণমান আগের থেকে উন্নত হওয়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছে গত কয়েক দিনে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বৃহস্পতিবার দিল্লি এবং সংলগ্ন রাজধানী অঞ্চলে দূষণ মোকাবিলায় সর্বোচ্চ (চতুর্থ স্তরের) নিয়ন্ত্রণবিধি শিথিল করার অনুমতি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এর আগে গত ২ ডিসেম্বর দূষণ মামলার শুনানি হয় শীর্ষ আদালতে। সেই দিনও চতুর্থ স্তরের নিয়ন্ত্রণবিধি (জিআরএপি ৪) শিথিল করার অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। তবে তাতে সম্মতি দেয়নি বিচারপতি এএস ওকা এবং বিচারপতি এজি মাসিহ্ বেঞ্চ। বিচারপতিরা জানিয়েছিলেন, বাতাসের গুণমান সূচক নিম্নমুখী হওয়ার প্রবণতা দেখা গেলে কড়াকড়ি শিথিল করার বিষয়ে বিবেচনা করা হবে।

শীতের মরশুম শুরু হতেই রাজধানী অঞ্চলে বাতাসের গুণমান খারাপ থেকে অতি খারাপ হতে শুরু করে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে দূষণ মোকাবিলায় নিয়ন্ত্রণবিধি জারি করতে হয় প্রশাসনকে। পরে সেই নিয়ন্ত্রণবিধিতে আরও কড়াকড়ি করা হয়। নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। কমে আসে যানবাহন চলাচল। এমনকি বাসের সংখ্যাও কমে আসে। স্কুল-কলেজগুলির পড়াশোনা অনলাইন মাধ্যমে শুরু করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়, আদালতের অনুমতি ছাড়া দূষণ মোকাবিলায় নিয়ন্ত্রণবিধি শিথিল করা যাবে না। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লিতে বাতাসের গুণমান ছিল ১৬১, যা 'সামান্য খারাপ' পর্যায়ে পড়ে।

সিপিসিবি তথ্য অনুযায়ী, বাতাসের গুণগত মানের সূচক যদি শূন্য থেকে ৫০-এর মধ্যে থাকে, তা হলে তা 'ভাল' পর্যায়ের মধ্যে পড়ে। ৫১-১০০ সন্তোষজনক, ১০১-২০০ সামান্য খারাপ, ২০১-৩০০ খারাপ, ৩০১-৪০০ খুব খারাপ, ৪০১-৫০০ অতি ভয়ানক। গত এক মাসে দিল্লির বাতাস খারাপ থেকে অতি ভয়ানক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। তবে গত কয়েক দিনে পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি আদালতে জানান, ৩০ নভেম্বর থেকে রাজধানী অঞ্চলে বাতাসের গুণমানের গড় ৩০০-র নীচে রয়েছে।

এই অবস্থায় চতুর্থ স্তরের নিয়ন্ত্রণবিধি আপাতত শিথিল করার অনুমতি দিয়েছে শীর্ষ আদালত। তবে সুপ্রিম কোর্টের প্রস্তাব, বর্তমানে তৃতীয় স্তরের নিয়ন্ত্রণবিধির কিছু কিছু অংশ পালন করা হোক। বাতাসের গুণমানের আবার অবনতি হলে কড়াকড়ি ফিরিয়ে আনতে হবে বলেও জানিয়েছে আদালত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, যদি বাতাসের গুণমান আবার ৩৫০ অতিক্রম করে যায়, তবে আবশ্যিক ভাবে তৃতীয় স্তরের নিয়ন্ত্রণবিধি জারি করতে হবে। বাতাসের গুণমান আরও খারাপ হয়ে ৪০০ পার করে গেলে পুনরায় চালু করতে হবে চতুর্থ স্তরের নিয়ন্ত্রণবিধি।

তামিলনাড়ুরতে 'বিষাক্ত' ফেনায় ঢাকল নদী

চেন্নাই, ৫ ডিসেম্বর: উপচে পড়ছিল তামিলনাড়ুর কেল্লাভারাপল্লি বাঁধ। অতিরিক্ত জল ছাড়তেই বিপত্তি! দক্ষিণ পেন্নাই নদীর জলের উপর ভাসছে সাদা ফেনা। দেখে আতঙ্কিত হোসুর জেলার প্রশাসন এবং বাসিন্দারা। বিশেষজ্ঞদের মতে, বিষাক্ত এই ফেনা ক্ষতি করতে পারে পরিবেশের, মানুষের শরীরের।

ঘূর্ণিঝড় ফেনজলের প্রভাবে গত কয়েক দিন তামিলনাড়ু এবং কর্নাটকের কিছু অংশে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। তার জেরে নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। বাঁধে চাপ বাড়ছিল। এই পরিস্থিতিতে লকগেট খুলে অতিরিক্ত জল ছাড়া হয়েছে। বেশ কিছু ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, নদীর জলে ভাসছে সাদা ফেনা। হাওয়ায় তা ছড়িয়ে পড়ছে। নদীর তীরে এসে জমা হচ্ছে। প্রশাসন মনে করছে, কলকারাখানা থেকে রাসায়নিক মেশানো জল পড়ে ফেনা তৈরি হয়েছে। হোসুরের যে এলাকায় নদীর জলে ফেনা দেখা গিয়েছে, তার কাছেই রয়েছে পড়শি রাজ্য কর্নাটকের কারাখানা অঞ্চল।

অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ ত্রিপাঠী জানিয়েছেন, কারখানার বর্জ্য পরিশোধন না করেই নদীতে ফেলা হচ্ছে। তার ফলে নদীতে ফেনা ভাসছে। ত্রিপাঠী জানিয়েছেন, এই ফেনার কারণে জলে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়। তার ফলে মাছ, জলজ প্রাণী, উদ্ভিদের মৃত্যু হতে পারে। নদীর তীরবর্তী এলাকার মানুষজন জলবাহিত রোগে ভুগতে পারেন।

গত অক্টোবরেও হোসুরের এই বাঁধের লকগেট খোলার পর একই ঘটনা হয়েছিল। সে সময়ও দক্ষিণ পেন্নাই নদীতে এ ভাবে ফেনা ভাসতে দেখা গিয়েছিল। প্রশ্ন উঠেছে, তার পরেও কেন যথাযোগ্য পদক্ষেপ করেনি প্রশাসন, কেন কারখানা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

বিছানা ভেজানোর শাস্তি!

আড়াই বছরের শিশুর গোপনাঙ্গ চিরল সরকারি হোমের কর্মীরা

তিরুঅনন্তপুরম, ৫ ডিসেম্বর: ঘুমের ঘোরে বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলেছিল সে। এই কারণে নৃশংসতার শিকার হতে হলে তাকে। শিশুকন্যার গোপনাঙ্গে আঘাত করে নির্যাতনের অভিযোগ উঠল কেরলের এক সরকারি হোমের ৩ কর্মীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এই ঘটনা তিরুঅনন্তপুরমের এক সরকারি হোমের। পুলিশ সূত্রে খবর, এক দুর্ঘটনায় ওই শিশুর মা-বাবার মৃত্যুর হয়। তার পর থেকে ছোট বোনের সঙ্গে ওই হোমেই থাকত সে। বুধবার শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়লে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। পুলিশের জেরায় অভিযুক্তরা জানিয়েছে, ঘুমের মধ্যে বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলেছিল শিশুটি। তাই তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দেখেন শিশুটির গোপনাঙ্গে নখের আঁচড়ের পাশাপাশি গভীর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

২ ঘণ্টা ধরে 'ডিজিটাল অ্যারেস্ট', ৯৯ হাজার টাকা খোয়ালেন মডেল

লখনউ, ৫ ডিসেম্বর: শিশু এবং মাদক পাচারের অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। সিবিআই অফিসারের পরিচয় দিয়ে এক মডেলকে ফোন করেছিলেন সাইবার অপরাধীরা। ফোন পেয়েই প্রথমে একটু স্তম্ভিত হয়ে যান শিবাঙ্কিতা দীক্ষিত নামে উত্তরপ্রদেশের ওই মডেল। অভিযোগ, রীতিমতো হুমকি দিয়ে জানানো হয়, তাঁর নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। যদি গ্রেপ্তারি এড়াতে চান তা হলে টাকা দিলেই ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।

পুলিশ সূত্রে খবর, আচমকা এ রকম একটি অভিযোগে ফোন আসায় ঘাবড়ে গিয়েছিলেন ওই মডেল। বিচলিত হয়ে পড়েন তিনি। উদ্বেগ আর দুর্ভাবনায় ধরতেই পারেননি যে, তিনি সাইবার অপরাধীদের খপ্পরে পড়েছেন। পুলিশকে ওই মডেল জানিয়েছেন, ওই 'সিবিআই অফিসার' তাঁকে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে নানা ভাবে হুমকি এবং ভয় দেখাতে থাকেন। শুধু তা-ই নয়, টাকা না দিলে জেল যাওয়ার বন্দোবস্ত যে পাকা, তা-ও জানিয়ে দেন।

ধাপে ধাপে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে তাঁদের মধ্যে কথোপকথন চলে। তার মধ্যেই ক্রমাগত হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বলে দাবি। শেষে নিজেকে বাঁচাতে চাপের মুখে সাইবার অপরাধীদের দাবি মেনে নেন মডেল শিবাঙ্কিতা। তাঁদের দাবি মতো ৯৯ হাজার টাকা দেন বলেও জানিয়েছেন মডেল।

ভারতে বিনিয়োগ লাভজনক হবে পুতিন

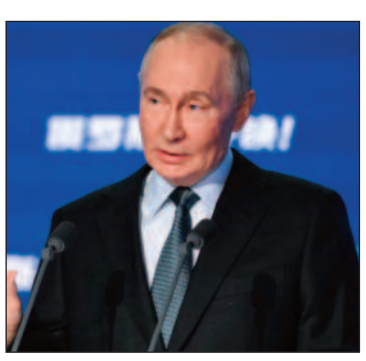

মস্কো, ৫ ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশস্তি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মুখে। তাঁর 'ইন্ডিয়া ফার্স্ট' নীতির প্রশংসার পাশাপাশি 'মেক ইন ইন্ডিয়া' নিয়েও উচ্ছ্বসিত রুশ রাষ্ট্রনায়ক। সেই সঙ্গেই ভারতে বিনিয়োগ নিয়েও উৎসাহ ব্যক্ত করেছেন তিনি।

মস্কোয় পঞ্চদশ ভিটিবি রাশিয়া কলিং ইনভেস্টমেন্ট ফোরামে বক্তব্য রাখছিলেন পুতিন। সেই সময়ই রাশিয়ার আমদানি প্রতিস্থাপন কর্মসূচি এবং ভারতের 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র তুলনা করতে দেখা যায় তাঁকে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদিও একই কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন, যার নাম 'মেক ইন ইন্ডিয়া'। ভারতে উৎপাদন পরিকাঠামো প্রস্তুত করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত সরকার স্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। যার নিয়ন্ত্রক নীতি হল 'ইন্ডিয়া ফার্স্ট'। আমরা বিশ্বাস করি ভারতে বিনিয়োগ লাভজনক হবে।

হঠাৎই পুতিনের এমন মন্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সম্প্রতি মার্কিন মসনদে দ্বিতীয়বারের জন্য বসতে চলা ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় বসার আগেই নানা হুঁশিয়ারি দিতে শুরু করেছেন। দেখা দিয়েছে শুল্ক সংশয়। বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, মার্কিন ডলার ব্যবহার না করলেই ১০০ শতাংশ শুল্কের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হবে ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির উপরে। ৯ সদস্যের ব্রিকসে রয়েছে ভারতও। তার পর থেকেই বেড়েছে সংশয়। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর অবশ্য এর পরই বলেছেন, দুই বৃহৎ অর্থনীতির মধ্যে সব সময়ই থাকে দেওয়া ও নেওয়া। যদি আমরা অর্থনীতি ও প্রযুক্তির দিকে তাকাই তাহলে বুঝতে পারব, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমাদের পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভরসা দুই-ই বেড়েছে। সেই সঙ্গেই তাঁর বক্তব্য, ভারতের বিষয়ে আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে।

আস্থা ভোটে পরাজিত হলেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী মিশেল বার্নিয়ে

প্যারিস, ৫ ডিসেম্বর: আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী মিশেল বার্নিয়ে। মাত্র তিন মাসের মাথায় সরকার পতন হল ফ্রান্সে। গত ৬০ বছরে এত বড় রাজনৈতিক সংকট দেখা যায়নি ছবির দেশ, কবিতার দেশে। বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, খুব শিগগির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেবেন সদ্য ক্ষমতাচ্যুত বার্নিয়ে।

বুধবার, ৪ ডিসেম্বর আস্থা ভোট ছিল ফ্রান্সের পার্লামেন্টে। ৫৭৭ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ৩৩১ জন বার্নিয়েরের বিপক্ষে ভোট দেন। এর ফলে মাত্র নব্বই দিনের মধ্যে বার্নিয়ে ও ফ্রান্সের সর্বোচ্চ ক্ষমতার 'মধুচন্দ্রিমা'র ভঙ্গ হল। উল্লেখ্য, বিশেষ ক্ষমতাবলে বিতর্কিত বাজেট পাশ করে তোপের মুখে পড়েন ফ্রান্সের সদ্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মিশেল বার্নিয়ে। পার্লামেন্টের সদস্যদের ভোটের তোয়াক্কা না করে বিল পাস করায় প্রধান বিরোধী দল ও বামপন্থী দলগুলো বার্নিয়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে।

সরকারি কোষাগারের বাড়তে থাকা ঘাটতি কমাতে বিভিন্ন খাতে ৬ হাজার কোটি ইউরো কর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বার্নিয়ে সরকার। এর বিরুদ্ধে একাট্টা হয়ে সরব হন সংসদের বিরোধী সদস্যরা। এমনকী দেশের আমজনতাও মানতে পারেনি বার্নিয়ে সরকারের কর চাপানোর এই সিদ্ধান্ত। গত নভেম্বর মাসের এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ৬৭ শতাংশ মানুষ বার্নিয়ের এই বাজেটের বিরোধিতা করেছেন। এদিকে গভীর রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে বৃহস্পতিবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ।

নতুন পন্থায় হামলা, রিমোট দ্বারা পরিচালিত ড্রোন ব্যবহার করছে ইজরায়েল!

জেরুজালেম, ৫ ডিসেম্বর: কখনও ভেসে আসছে মহিলাকণ্ঠের কাতর আর্জি, 'বাঁচাও, বাঁচাও।' কখনও আবার শোনা যাচ্ছে ছোট্ট শিশুর কান্নার আওয়াজ। এমন আর্তনাদ শুনলে যে কেউ বাড়ির বাইরে আসবেন। কিন্তু এই আওয়াজ যে আদতে 'যমদূতের ডাক'। কারণ গাজায় এবার এমনই ড্রোন ব্যবহার করছে ইজরায়েল! যার থেকে এই ধরনের শব্দ বেরিয়ে আসে। যা শুনে ক্যাম্প বা শরণার্থী শিবির থেকে বেরিয়ে এলেই নেমে আসবে 'মৃত্যুবাণ'। এমনই দাবি কাতারের সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার।

এক বছর পেরিয়ে গেলেও গাজায় থামেনি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। হামাস নিধনে হামলা জারি রেখেছে ইজরায়েল। গাজায় মৃতের সংখ্যা পেরিয়ে গিয়েছে ৪৪ হাজার। বলি নিষ্পাপ শিশুরাও। আল জাজিরার রিপোর্ট অনুযায়ী, এবার গাজায় বিশেষ ধরনের ড্রোন ব্যবহার করছে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস (আইডিএফ)। এই ড্রোনগুলোই এখন ঘুরে বেরাচ্ছে শরণার্থী শিবির বা প্যালেস্তিনীয়দের বাড়ির সামনে। ভেসে আসছে মহিলার আওয়াজ কিংবা শিশুর কান্না। জানা গিয়েছে, ওই ড্রোনগুলো মূলত 'কোয়াডকপ্টার'। রিমোট দ্বারা পরিচালিত। নজরদারি চালাতে, নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে টার্গেট করতে অথবা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার কাজে এর ব্যবহার করে ইজরায়েলি সেনা।

এনিয়ে মাহা হুসেইনি নামে এক মানবাধিকার কর্মী সংবাদমাধ্যমে অভিযোগ জানিয়েছেন, প্যালেস্তিনীয়দের বাড়ির বাইরে বের করে আনতে ইজরায়েলি সেনা শব্দ নকল করছে। যে আওয়াজ শুনে অনেকেই বাইরে ছুটে আসছেন। আর ঠিক তখনই তাঁদের উপর হামলা চালানো হচ্ছে। যদিও এখনও পর্যন্ত ইজরায়েলি সেনার তরফে এই বিষয়ে এখনও কিছু বলা হয়নি। বলা রাখা ভালো, আইডিএফ বরাবরই অভিযোগ জানিয়েছে, গাজার শরণার্থী শিবির, মসজিদ, স্কুল, হাসপাতালে ঘাঁটি গেড়েছে হামাস জঙ্গি। এর স্বপক্ষে তারা অনেক ছবি, ভিডিও প্রমাণ হিসাবেও তুলে ধরেছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় সামরিক অভিযান চালাচ্ছে ইজরায়েলি সেনা। আন্তর্জাতিক মহলে বারবার তোপের মুখে পড়লেও হামাসকে নিঃশেষ করার লক্ষ্যে অবিচল সেদেশের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে শুরু করে একাধিক আন্তর্জাতিক সংগঠন এই সামরিক অভিযানের ব্যাপক নিন্দা করেছে। গাজার সাধারণ মানুষের কথা ভেবে অবিলম্বে সেখানে যুদ্ধবিরতি চেয়ে বারবার প্রস্তাব পেশ হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে। কিন্তু বারবার সেই প্রস্তাব ভেটো দিয়ে আটকে দিয়েছে আমেরিকা। সেই একই ছবি ধরা পড়ে নভেম্বর মাসেও। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় যুদ্ধবিরতি চেয়ে প্রস্তাব পেশ করে ১০ টি দেশ। আলাদা করে দাবি জানানো হয়, দ্রুত মুক্তি দিতে হবে পণবন্দিদের। কিন্তু সেই প্রস্তাবে ফের ভেটো দিয়ে দেয় আমেরিকা।

Khardah Municipality
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No. KDHM/34/WS/24-25, E-Tender ID: 2024_MAD_779486_1. Categories of Work: Ferrule Shifting. Last date of Submission of Tender **14.12.2024.** Details of notice can be seen at : **www.khardahmunicipality.in** & **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Khardah Municipality

Khardah Municipality
Khardah, North 24 Parganas
NIT
Tender No. KDHM/35/WS/24-25, E-Tender ID: 2024_MAD_779546_1. Categories of Work: Pipe line Interconnection. Last date of Submission of Tender **14.12.2024.** Details of notice can be seen at : **www.khardahmunicipality.in** & **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Khardah Municipality

Notice e-Tender
The Prodhan Malibari-II Gram Panchayat invites e- Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for NIeT No.: . **08/15th FC/2024-25 Memo No. 1522/ Mali-II/2024 Dated : 04/12/2024** Last date of Bid submission **12.12.2024** upto **18:00 Hours.**
For details please visit **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Malibari-II G.P.
RANINAGAR-II BLOCK,
MURSHIDABAD

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল
৯৩৩১০৫৯০৬০/
৯০০৭২৯৯৩৫৩/
৯৮৭৪০ ৯২২২০

Notice for Inviting Quotation
Sealed Quotation hereby invited for the Establishment of 02 x Outdoor Sheds, Firing Range, Obstacles Course & Fencing of Training area at Bishnupur for the training of NCC cadets.
Genuine suppliers are requested to submit their Quotation in prescribed format which is available at 53 Bengal Bn NCC office located at Bishnupur. Quotations in sealed envelope to be dropped at the Quotation Box placed at the office location
Last Date of Submission of Quotation: **02 Jan. 2025.** Opening Date of Quotation: **03 Jan. 2025.**

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No. **07/ Rampara-II GP/2024-25 & 08/ Rampara-II GP/2024-25 With Vide Memo No. - 470/Ram-II GP/2024-25 & 471/Ram-II GP/ 2024-25, Dated: - 04- 12-2024 & 05-12-2024** The Last date for on-line submission of tender is **13/12/2024 upto 03.00 P.M.**
For details, please visit website: - **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Rampara-II Gram Panchayat

NIT No. SFDC/MD/NIT-07(e) /2024-25 (2nd call)
SFDC Ltd. Invites 1 (one) no. tender from the bonafide and resourceful contractors having experience for the work 'Supplying, Delivery, Installation of Grid Connected Roof Top Solar Photovoltaic Power Plant of cumulative array capacity of 315 KWP within the Premises of Deshapran Fishing Harbour,Dist.-Purba Medinipur'. Last date of (online) bid submission on **27/12/2024 upto 4.00 p.m.** and date of opening technical bid on **31/12/2024 at 4.00 p.m.** respectively. For details, please visit our website - **www.wbsfdcltd.com** or **https://wbtenders.gov.in.**

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ২২২-এস/১/ডব্লু-II তারিখ ঃ ০৩.১২.২০২৪। নিম্নোক্ত কাজের জন্য ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/প্রধান কার্যালয়, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি অনলাইনে আহ্বান করা হচ্ছে - **টেন্ডার নং. টিএন-১৯৪-২৪-২৫; কাজের নাম ঃ** এইএন/ডব্লু/I/এসডিএএইচ-এর অধিক্ষেত্রে এসএসই/ডব্লু/ এসডিএএইচ-এর অধীনে শিয়ালদহে নতুন মহিলা আরপিএফ ব্যারাক [৪০ শয্যাবিশিষ্ট]; **টেন্ডার মূল্য ঃ ₹ ১,২৭,৭৯,৯২৫.০৯/-; ইএমডি ঃ ₹ ২,১৩,৯০০/-; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টায়। **কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস। ১. টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ আছে। টেন্ডারের জন্য বিডিং উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে। ২. **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.১২.২০২৪-এ দুপুর ৩ টায়। SDAH-261/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas
RE-TENDER
Tender No. KDHM/30/RB/2nd Call/24-25, E-Tender ID: 2024_MAD_766024_2
Categories of Work: Installation of Water cooled Inverter Chiller. Last date of Submission of Tender **21.12.2024.** Details of notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in** & **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Khardah Municipality

TENDER NOTICE
Percentage rate Tender invited vide Niet **No. 07/2024-2** with vide Memo **No. 602/5th S.F.C/KGP/24-25, Dated: 05/12/2024, Niet No. 08/2024-2** with vide Memo No. **603/15th F.C/ KGP/ 24-25, Dated: 05/12/2024, Niet No. 02/2024-25 (2nd Call) with vide Memo No. 604/15th C.F.C/KGP/24-25, Dated: 05/12/2024 and Niet No. 03/2024-25** (2nd Call) with vide Memo **No. 605/15th F.C/KGP/24-25,** Dated: **05/12/2024** by The Pradhan, Kashipur Gram Panchayet. Last Date of Application **13/12/2024 at upto 6.00 PM.** Interested contractors may visit Notice Board of Kashipur Gram Panchayet under Beldanga-ll Dev Block. Murshidabad.
Sd/- Prodhan
Kashipur Gram

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 191 & 197/2024-2025, Dated- 05-12-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Hooghly, Paschim Medinipur, Malda & Dakshin Dinajpur District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **06-12-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **20-12-2024 upto 3.00 pm**
Date: 05.12.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

DHABLAT GRAM PANCHAYAT
P.O.- Chemaguri, P.S.- Sagar, Dist- South 24 Parganas
Memo No. 470/DGP **Date- 05/12/2024**
On behalf of Dhablat Grampanchayat of sagar block under south 24 parganas dist invites bids through open e-tender process for the vide **NIT No 460/ DGP, 461/DGP, 464/DGP/465/DGP (4 NOS) OF 15TH CFC TIED & 5TH SFC 466/DGP (1 NOS)** under Dhablat Gram Panchayat Dated **04/12/2024**
Details are available in the website wb **tenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Dhablat Gram Panchayat

Sahajadapur Gram Panchayat
Dakshin Bijaynagar, Joynagar-II, South 24 Parganas
Notice Inviting e-Tender
E-Tender is invited from Reputed, Bonafied Tenderer for 18 Nos. scheme vide **NIT No: (436, 437, 438, 439 & 440)/Saha/24-25, Date: 06.12.2024** under **15th FC and 5th SFC Tied and Untied.** Documents Downloaded/ Sale & Bid Submission Start date : **06.12.2024 from 11:00 AM** and Closing date (Online) : **14.12.2024 and 20.12.2024 upto 12:30 PM.** Tender opening date (Online) : **16.12.2024 and 23.12.2024 at 12:30 P.M.** For detailed information visit **www.wbtenders.gov.in Tender id: 2024_ZPHD_779338_(1 to 8), 2024_ZPHD_779389_(1 to 5), 2024_ZPHD_779438_(1 to 3), 2024_ZPHD_779461_1, 2024_ZPHD_779487_1** & also available at undersigned G.P. Office.
Sd/-
Pradhan
Sahajadapur Gram Panchayat

Basantapur Gram Panchayat
Under Amta-1 Panchayat Samity
Manikura, Amta, Howrah
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of 2 nos. development work(s) vide **Memo No.: WB/HWH/AMTA-1/BGP/24-25/NIT/556/(1-2), Date: 05.12.2024.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **05.12.2024 at 06:00 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **13.12.2024 up to 04:00 PM.** Opening Date of Technical Bid (Online): **16.12.2024 at 11:00 AM.** For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Basantapur Gram Panchayat

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the 01 No. development work vide **e-NIT NO : BM/PWD/e-NIT/6108 (1st Call), Date:- 04/12/2024. Tender ID : 2024_MAD_778833_1, Fund : MPLAD, Municipal Fund.** Bid Submission Start Date (Online): **06.12.2024 at 10.00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **20.12.2024 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date (Online): **23.12.2024 at 02:00 PM.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website **https://wbtenders.gov.in** & **https://bhadreswarmunicipality-gov.in**
Sd/-,
Chairman
Bhadreswar Municipality

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **1 no.** work under **5th SFC (2024-25)** Fund vide **Memo No.: 867/DGP & e-NIT No.: 16/DGP/PRO/2024-25 (2nd Call), Date: 05.12.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **05.12.2024 at 06:55 PM.** Bid Submission Closing Date (Online): **13.12.2024 up to 04:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **16.12.2024 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo No. 850/GM/NIT/DEV/23, Dated: 30/11/2024
Tender No. WBMAD/ULB/GOBAR/ NIT-8 (e)/ 24-25, DT:-04/12/2024
The e-tender has hereby invited by the Chairman, Gobardanga Municipality. **Name of the work:** (1) Interior decoration of NULM room and SWM Department (Partition, Table, Cabinet etc.) at Ground floor in municipality office Building under Gobardanga Municipality. Last date of submission of Bid on **16/12/24.** For details Visit: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Chairman
GOBARDANGA MUNICIPALITY

Durgapur Gram Panchayat
Chotkhanda, Memari-I, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders having 60% credential for execution of **3 nos.** work under **15th FC Tied (2024-25)** Fund vide **Memo No.: 868/DGP & e-NIT No.: 20/DGP/PRO/2024-25 (2nd Call), Date: 05.12.2024.** Bid Submission Start Date (Online): **06.12.2024 at 10:00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **14.12.2024 up to 11:00 AM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **16.12.2024 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Durgapur Gram Panchayat

অ্যাডিলেডে বৃষ্টির আশঙ্কা!

আবহাওয়া প্রভাব ফেলবে ভারত-অস্ট্রেলিয়া দিন-রাতের টেস্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ থেকে অ্যাডিলেডে শুরু ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় টেস্ট। বৃষ্টির কারণে ব্যাঘাত ঘটেছিল ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্টে। পার্থের পর এ বার অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টেও বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। ফলে খেলায় ব্যাঘাত হতে পারে।

অ্যাকুওয়েদার জানিয়েছে, শুক্রবার স্থানীয় সময় বেলা ১২টায় ৪৭ শতাংশ বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। ১টার সময় তা বেড়ে হবে ৫১ শতাংশ। সেই সময় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। স্থানীয় সময় দুপুর ২টোয় টস। সেই সময় বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে ১৫ শতাংশ। ফলে টসে বিঘ্ন হতে পারে।

সময় যত এগোবে তত বৃষ্টির আশঙ্কা কমবে। অর্থাৎ, স্থানীয় সময় বিকাল ও সন্ধ্যার দিকে তেমন বৃষ্টি হবে না। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিন বৃষ্টির তেমন আশঙ্কা নেই। তবে পঞ্চম দিন আবার বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। অর্থাৎ, খেলা যদি পঞ্চম দিনে গড়ায় তা হলে খেলায় ব্যাঘাত হতে পারে।

ভারতের বিরুদ্ধে পার্থে গতির পিচ বানিয়েও হারতে হয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। তবে নিজেদের পরিকল্পনা থেকে সরছে না তারা। অ্যাডিলেডে গোলাপি বলের টেস্টেও পিচে ঘাস থাকবে। পিচ প্রস্তুতকারক ডেমিয়ান হাউ জানিয়েছেন পিচে ৬ মিলিমিটার ঘাস থাকবে, যা পেসারদের সাহায্য করবে।

অ্যাডিলেডে এর আগে গোলাপি বলের টেস্টে ভারত ৩৬ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল। সেই ম্যাচে পেসারেরা সাহায্য

পেয়েছিলেন। শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা টেস্টে সকলে যাতে সমান সুবিধা পান, সেটা দেখার চেষ্টা করা হবে বলে জানিয়েছেন ডেমিয়ান। তিনি বলেন, তঅ্যাডিলেডে কৃত্রিম আলোর নীচে ব্যাট করা কঠিন। পিচে ৬ মিলিমিটার ঘাস থাকবে। আমরা এমন পিচ তৈরি করতে চাইছি যেখানে সকলে সাহায্য পাবে। এর আগে ভারত যে টেস্ট এখানে খেলেছিল, সেখানে পিচ কোনও ভূমিকাই নেয়নি। অস্ট্রেলিয়া ভাল বল করেছিল। আমি চাই এ বারে দুই দল ভাল লড়াই করুক।

গোলাপি বলে অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড ভাঙতে চায় ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশের মাটিতে ১২টি দিন-রাতের টেস্ট খেলেছে অস্ট্রেলিয়া। জিতেছে ১১টিতে। একমাত্র হার এ বছরই, ওয়েস্ট ইন্ডিজ়ের বিরুদ্ধে ব্রিসবেনে। তবু এত ভাল সাফল্য আর কোনও দলের নেই। ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার এই দাপট ভাঙতে চাইছে ভারত। অ্যাডিলেড টেস্টের আগে রোহিত স্পষ্ট জানালেন, রেকর্ড তৈরিই হয় ভাঙার জন্য।

গত বার অ্যাডিলেডে দিন-রাতের টেস্টে ৩৬ রানে অল আউট হয়েছিল ভারত। সেই লজ্জা নিয়ে আর খোঁচা দেওয়ার সাহস পাচ্ছেন না কেউ। বরং পার্থ টেস্টে জয়ের পর ভারতকে সমীহ করছেন অস্ট্রেলীয়রা।

রোহিত বলেছেন, তদল হিসাবে আমরা শুধু বর্তমানের কথাই ভাবি। জানি গোলাপি বলে অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড ভাল। তবে রেকর্ড তো তৈরিই হয় ভাঙার জন্য। সিরিজ়রে শুরুটা দারুণ করেছি আমরা। সেটাকে মাথায় রেখেই এগিয়ে যেতে চাই। লম্বা সময় ধরে সঠিক কাজ করে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য। টেস্ট ক্রিকেটে সেটা গুরুত্বপূর্ণও। পার্থের মতো অ্যাডিলেডেও একই ভাবে খেললে আমরা জিততে পারি।

গোলাপি বলে খুব যে সমস্যা হবে এমনটা মানছেন না রোহিত। তবে আলোর নীচে সতর্ক থাকার কথা বলেছেন তিনি। ভারত অধিনায়কের কথায়, তবলের গতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটাই আসল। আমরা লাল বলে প্রচুর খেলেছি। গোলাপি বল একটু আলাদা। তবে গত তিন দিন ধরে গোলাপি বলে অনুশীলন করার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, যত বেশি এই বলে খেলব তত বেশি মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাব।

রোহিতের সংযোজন, তগোলাপি বলে চ্যালেঞ্জ তো থাকবেই। আলোর নীচে খেলতে সমস্যা হতে পারে। আমরা এটা নিয়ে কথাও বলেছি। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষমতা রয়েছে আমাদের। যে সিদ্ধান্তই নিই না কেন, সেটা ঠিক প্রমাণিত করতে হবে। গোলাপি বলে অনেক ম্যাচ দেখেছি। আমরা জানি পরিস্থিতি কেমন থাকবে। ম্যাচের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি বদলাবে জানি। সেটার জন্যও আমরা তৈরি।

এ দিকে, প্রথম টেস্টে যে ভাবে যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ খেলেছেন, তা বাড়িতে বসে দেখে খুশি হয়েছেন রোহিত। দলের তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়ে তিনি বলেছেন, তওরা আজকালকার ছেলেমেয়ে। ভয়ডরহীন মানসিকতা নিয়ে খেলে। কোনও বোঝা কাঁধে রাখে না। জয়সওয়াল, গিল, পন্থ; ওরা অন্য প্রজন্মের ক্রিকেটার। আমরা খেলা শুরু করার সময় শুধু ভাবতাম কী করে রান করব। নিজেরাই নিজেদের চাপে ফেলে দিতাম। ওরা সেটা কখনওই করে না। আসলে প্রতিটা প্রজন্মই আলাদা। এখনকার ছেলেরা অনেক আলাদা।

পিছিয়ে গেল আইসিসি-র বৈঠক, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েই গেল

নিজস্ব প্রতিবেদন: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভাগ্য নির্ধারণ করতে আইসিসি-র সদস্যদের একটি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল বৃহস্পতিবার। কিন্তু সেটা পিছিয়ে দেওয়া হল। শনিবার (৭ ডিসেম্বর) সেই বৈঠক হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। সেই দিন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি কোথায় হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত হতে পারে। ভারতীয় দল পাকিস্তানে গিয়ে খেলতে রাজি নয়। কিন্তু এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান। তারা চাইছে পুরো প্রতিযোগিতাই সে দেশে হোক। কিন্তু ভারত রাজি না হওয়ায় হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন করার চেষ্টা চলছে। পাকিস্তান যদিও হাইব্রিড মডেলে খেলা হলে কিছু শর্ত দিতে চায়। সেগুলি মানা হবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

পিসিবির শর্ত, তারা হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজন করতে রাজি। তবে ২০৩১ সাল পর্যন্ত ভারতে আইসিসির যে চারটি প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা, সেগুলিও হাইব্রিড মডেলে আয়োজন করতে হবে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে মহিলাদের ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের আয়োজক ভারত। ২০২৬ সালে ভারত এবং শ্রীলঙ্কা যৌথ ভাবে আয়োজন করবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ২০২৯ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক ভারত। আর ২০৩১ সালে এক দিনের বিশ্বকাপ বাংলাদেশের সঙ্গে যৌথ ভাবে আয়োজন করবে ভারত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে চাপে পড়ে যাওয়া পিসিবি মান বাঁচাতে ভারতের উপর পাল্টা শর্ত চাপানোর চেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, ভারতের এই অবস্থানের জন্য গত বছরের এশিয়া কাপও হাইব্রিড মডেলে আয়োজন করতে বাধ্য হয়েছিল পিসিবি।

পাকিস্তানের দেওয়া শর্ত ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন জটিলতা। বিসিসিআই কর্তারা পিসিবির দেওয়া শর্ত মানতে নারাজ। বিসিসিআইয়ের যুক্তি, ভারতে যে চারটি প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা, সেগুলি হাইব্রিড মডেলে আয়োজনের কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। কারণ, ভারতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও সমস্যা নেই। সব দেশের দল নির্বিঘ্নে ভারত সফর করছে। কখনও কোনও দলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়নি। তা ছাড়া, ২০২৩ সালে এক দিনের বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসা পাকিস্তান ক্রিকেট দলকেও কোনও রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ানেরা বিভিন্ন জায়গায় খেতে বা কেনাকাটা করতে গিয়েও সমস্যায় পড়েনি। তাই হাইব্রিড মডেলে প্রতিযোগিতা আয়োজনের কোনও যুক্তি নেই।

বিসিসিআই এবং পিসিবি দু'পক্ষই নিজেদের অবস্থানে অনড়। নতুন করে কোনও পক্ষের তরফেই সুর নরমের ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। বিষয়টা দু'দেশের ক্রিকেট বোর্ডের কাছে অনেকটা সম্মানের লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। ক্ষমতা প্রদর্শনের লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। পরস্পরবিরোধী অবস্থানের প্রেক্ষিতে ঝুলে রয়েছে আগামী বছরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ভাগ্য।

গত শুক্রবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে আইসিসি বোর্ডের বৈঠক থাকলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। ১৫ মিনিটেই শেষ হয়ে যায় বৈঠক। ভারত এবং পাকিস্তানের ক্রিকেট কর্তাদের ভাবার জন্য সময় দিয়েছেন আইসিসি কর্তারা। দায়িত্ব নেওয়ার পর এখনও মন্তব্য করেননি জয়। তবে বিসিসিআই সচিব হিসাবে তাঁর দেওয়া যুক্তি সুবিধাজনক জায়গায় রেখেছে ভারতকে।

'সব জিতলেও ভারতকে হারানো হয়নি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক দিনের বিশ্বকাপ, অ্যাশেজ, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন। তবে আজ পর্যন্ত ভারতকে কখনও টেস্ট সিরিজে হারাতে পারেননি। অধরা এই লক্ষ্যই এ বার পূরণ করতে চান অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। শুধু তিনি নন, দলের অর্ধেক ক্রিকেটারই এই স্বপ্ন দেখছেন। অ্যাডিলেড টেস্টে নামার আগে বললেন কামিন্স।

২০১১ সালে টেস্টে অভিষেক হয়েছিল কামিন্সের। ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম বার খেলেন ২০১৭ সালে। ২০১৪-১৫ থেকে অস্ট্রেলিয়া টেস্টে ভারতকে হারাতে পারেনি। সেই পরিসংখ্যান বদলাতে মরিয়া কামিন্স।

ম্যাচের আগের দিন বলেছেন, তসাজঘরের অর্ধেক ক্রিকেটার বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি জেতেনি। এই একটা কাজ আমরা করতে চাই। গত কয়েক বছরে যে চ্যালেঞ্জই সামনে আসুক আমরা সামলে দিয়েছি। এই সিরিজে আরও এক বার সেটা করতে হবে। প্রায় অর্ধেক প্রজন্ম আমাদের হাতে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি দেখেনি।

এই দলের ক্রিকেটারদের মধ্যেই ২০১৪-১৫ সালের সেই সিরিজে ছিলেন মিচেল স্টার্ক, জশ হেজলউড (অ্যাডিলেডে খেলবেন না), মিচেল মার্শ এবং নেথান লায়ন। তার পর থেকে চারটি সিরিজই জিতেছে ভারত। তা হলে ট্রফি জেতার জন্য চাপ রয়েছে?

মানলেন না কামিন্স। বলেছেন, তমনে হয় না এটা কোনও চাপ। আমরা ঘরের মাঠে খেলছি। ভাল তো খেলতেই হবে। আমরা জানি ভারত শক্তিশালী দল। গত তিনটে সিরিজে আমরা অনেকেই খেলেছি। এই সিরিজটা নিঃসন্দেহে বড়। তবে খুব দূরের দিকে তাকাতে চাই না। ভারতের বিরুদ্ধে আমরা সব সময়েই ভাল খেলার চেষ্টা করি।

৬৩ টেস্টে ২৭২ উইকেট নেওয়া কামিন্স বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির সঙ্গে অ্যাশেজ়ের তুলনা করতে চাননি। তবে ভারতের সঙ্গে লড়াই যে সবচেয়ে হাড্ডাহাড্ডি হয় এটা মেনে নিয়েছেন। বলেছেন, তসবচেয়ে হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ। অ্যাশেজ়ের ইতিহাস রয়েছে। অনেকে এই সিরিজ দেখে। তবে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি কতটা উত্তেজক হতে পারে সেটা সাম্প্রতিক সময়ে দেখেছি। দুটো দলই একই ঘরানার ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করে।

এক সেঞ্চুরিতে সচিন-ডনের জোড়া রেকর্ড ভাঙার সুযোগ বিরাট কোহলির

নিজস্ব প্রতিবেদন: পারথে হয়েছে, অ্যাডিলেডে? ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা সেই প্রত্যাশায়। গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টে ভারতীয় পুরুষদের ক্রিকেটে একমাত্র ব্যাটার হিসেবে সেঞ্চুরি রয়েছে বিরাট কোহলির। সংখ্যাটা দুইও হতে পারত। গত অস্ট্রেলিয়া সফরে অ্যাডিলেডে প্রথম ইনিংসে দুর্দান্ত জুটি বেঁধেছিলেন বিরাট কোহলি ও অজিঙ্ক রাহানে। তার আগে পূজারার সঙ্গেও জুটি গড়েছিলেন বিরাট। পূজারার পর ভাইস ক্যাপ্টেন রাহানে। ক্যাপ্টেন ও ভাইস ক্যাপ্টেন ক্রিজে। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝিতে আউট বিরাট কোহলি। সেই রানআউটে রাহানে নিজেকেই দায়ী করেছিলেন। ৭৪ রানে আউট হয়েছিলেন বিরাট কোহলি। তিনি ক্রিজে থাকলে ম্যাচের পরিস্থিতি অন্য হতেই পারত। এ বার কি গোলাপি টেস্টে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি আসবে বিরাটের ব্যাটে? সেক্ষেত্রে কিন্তু নতুন রেকর্ডও।

টেস্ট কেরিয়ারে ৩০টি সেঞ্চুরি করেছেন বিরাট কোহলি। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই সাতটি সেঞ্চুরি। এই সফরের আগে ফর্মে ছিলেন না। পারথেও প্রথম ইনিংসে ব্যর্থ। দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরি। অস্ট্রেলিয়ায় ১৪ টেস্টে সাতটি সেঞ্চুরি। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে সব মিলিয়ে ৯টি করে সেঞ্চুরি রয়েছে সচিন তেন্ডুলকর ও বিরাট কোহলি। সচিন ৬৫ ইনিংসে ৯টি সেঞ্চুরি করেছিলেন। বিরাট কোহলি মাত্র ৪৪ ইনিংসে। অ্যাডিলেডে সেঞ্চুরি হলে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে সচিন তেন্ডুলকরকে ছাপিয়ে যাবেন বিরাট কোহলি।

সচিনের পাশাপাশি ডন ব্র্যাডম্যানের রেকর্ডও ভাঙার সুযোগ বিরাট কোহলির সামনে। আর সেটা ডনের দেশে, তাঁর দলের বিরুদ্ধেই। ৭৬ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে যেতে পারে এই সিরিজে।

তেতো হাসিতেই নতুন সভাপতিকে মিষ্টিমুখ করালেন পরাজিত স্বপন

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

'রাজা আসে, রাজা যায়।' তবে পরাজিত রাজা নতুন রাজাকে হাসিমুখে মিষ্টি খাওয়াতে আসে, তা বড়ো একটা দেখা যায়না। এমনই উলোটপুরান দেখা গেল বিওএ'তে। বুধবার সকাল থেকেই কবাডি তাঁবুতে দম চেপে রেখেই বিপক্ষ শিবিরের সঙ্গে লড়াই চালাচ্ছিলেন বিওএ সভাপতি পদ থেকে সদ্য বিদায় নেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েকদিন আগেই হাতছাড়া হয়েছে বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের মসনদ। বিপুল ভোটে হেরেছেন বিওএ নির্বাচনেও। অস্তিত্বরক্ষার লড়াইটাই যখন কবাডি তাঁবুতে তিনি লড়ছিলেন, তখন দুপুর থেকেই নেতাজী ইন্ডোরের ভিতর বেঙ্গল অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ঢুকতে থাকে নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের। সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরী, সচিব জহর দাস, সহসভাপতি বিশ্বরূপ দে, কোষাধক্ষ্য কমল মৈত্র একে একে চলে আসেন বিওএ দফতরে। একেবারে সাজো সাজো রব। নির্বাচনের পর এই প্রথম মিলনোৎসব।

ক্রিসমাসের আগেই যেন 'বড়দিন' এর মেজাজ কর্তাব্যক্তিদের। দেখা গেল কেক কাটা, শুভেচ্ছা বিনিময়, আলিঙ্গন, মিষ্টি মুখ। নবনির্বাচিচ চন্দনের কমিটিকে শুভেচ্ছা জানাতে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের থেকে স্পোর্টস কাউন্সিলের প্রতিনিধিও হাজির ফুলের স্তবক নিয়ে। হাসিমুখেই হাসাহাসিও চলছিল স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিণতি নিয়ে। চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছিল নির্বাচনের লড়াইয়ের, কবাডি তাঁবুতে কী চলছে,

পরস্পরকে মিষ্টিমুখ করিয়ে দিচ্ছেন বিওএর প্রাক্তন সভাপতি বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বর্তমান সভাপতি চন্দন রায় চৌধুরী

তারও লাইভ আপডেট আসছিল। এরমধ্যেই যেন তাল কাটল হঠাৎ। বিওএ'তে প্রবেশ চেনা দুধসাদা ফরচুনার গাড়ি। মুহূর্তের জন্য যেন নিস্তব্ধ দফতর। গাড়ি থেকে সহকারী ও হাতে গোনা কয়েকজন শাগরেদদের নিয়ে ফুল ও মিষ্টি হাতে নামলেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। কবাডি তাঁবুতে লড়াই দিয়ে ময়দানে ফিরে আসার চেষ্টা শুরু যেন! সটান ঢুকলেন বিওএ দফতরে। এরপর নিজে হাতে কনফারেন্স রুমে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট চন্দন রায়চৌধুরীকে খাইয়ে দেন মিষ্টি। যার কাছে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় হেরেছিলেন ২৫ ভোটে। চন্দন রায়চৌধুরী সভাপতি পদে যেখানে ৪৫ ভোট পান। সেখানে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জোটে মাত্র ২০ ভোট। অতীতে তাঁর দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি পদে হারের পরে তেমনভাবে বিওএ মুখো হতে দেখা যায়নি। এমনকি তার আগে ২০১৬ সালে স্বপনের কাছেই চন্দন রায়চৌধুরী সচিব পদে হেরেছিলেন, তখনও বিওএ'তে তেমনভাবে আসতে দেখা যায়নি। সেখানে বেনজির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ফেললেন স্বপন। বিওএ'তে স্বপনের মিষ্টি খাওয়ানোর হিড়িকে শুরু হয়ে যায় ফিসফাস, গুঞ্জন। তবু স্বপনকে গো হারান হারিয়েও, তার মিষ্টিতেই ঢোঁক গিলতে হয়েছে চন্দন, জহর, কমলদের। বিওএ'তে হারের পরই বলেছিলেন, খেলা হবে। কবাডি তাঁবুতেই সাংবাদিকদের তিনি বলেছিলেন, যাই হয়ে যাক ময়দান আমি ছাড়ব না। তারজন্যই কী এই পাল্টা খেলা! যতই পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে মিষ্টি কথা বলুন আর মিষ্টিমুখ করান, বিওএ'তে দূর থেকেই তাঁকে দেখতে হয়েছে সভাপতির ঘর। ঢোকেননি। ঢোকার মুখ রাখেননি। শূন্য হাতেই ফিরতে হয়েছে সকলের কাছে ব্রাত্য হয়ে যাওয়া বিদায়ী 'রাজা'কে। এই খেলায় কী কামব্যাক করবেন ময়দানের বাবুন! তা সময় বলবে। তার আগে অবশ্য যেনতেন প্রকারেন ভরাডুবির পর ভেসে থাকতে চাইছেন শুধু।

দ্রুততম শতরানের রেকর্ডে ভাগ বসালেন অভিষেক, ভাঙলেন সূর্যের নজির

নিজস্ব প্রতিবেদন: দ্রুততম শতরানের রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন অভিষেক শর্মা। মাত্র ২৮ বলে শতরান করেছেন অভিষেক শর্মা। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে এই নজির গড়েছেন পঞ্জাবের ব্যাটার। তিনি ভেঙেছেন সূর্যকুমার যাদবের নজির।

২৭ নভেম্বর সৈয়দ মুস্তাক আলিতেই ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ২৮ বলে শতরান করেছিলেন গুজরাতের উর্বিল পটেল। ৩৫ বলে অপরাজিত ১১৩ রান করেছিলেন তিনি। মেরেছিলেন ১২টি ছক্কা। তাঁর দাপটে প্রায় ১০ ওভার বাকি থাকতে ১৫৬ রান তাড়া করে জিতেছিল গুজরাত। অনেকটা একই কাজ করলেন অভিষেক। মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ১৪৩ রান তাড়া করতে নেমে ৯.৩ ওভারে ম্যাচ জিতে গেল পঞ্জাব। ২৯ বলে অপরাজিত ১০৬ রান করেছেন অভিষেক। ৩৬৫.৫২ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন এই বাঁহাতি ওপেনার।

এই ম্যাচে ১১টি ছক্কা ও ৮টি চার মেরেছেন অভিষেক। অর্থাৎ, তাঁর ১০৬ রানের মধ্যে ৯৮ রান এসেছে বাউন্ডারিতে। এক ক্যালেন্ডার বছরে টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ড গড়েছেন অভিষেক। চলতি বছর ৩৮টি ইনিংসে ৮৬টি ছক্কা মেরেছেন তিনি। আগে এই নজির ছিল ভারতের বর্তমান টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সূর্যের। ২০২২ সালে ৪১টি ইনিংসে ৮৫টি ছক্কা মেরেছিলেন তিনি। সেই নজির ভেঙেছেন অভিষেক। এখনও খেলবেন তিনি। অর্থাৎ, এক ক্যালেন্ডার বছরে ১০০ ছক্কার নজির ছোঁয়ার সুযোগ রয়েছে তাঁর।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**